পর্ণপুট

১ম খণ্ড

শ্রীকালিদাস রায়

পঞ্চম সংস্করণ

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্
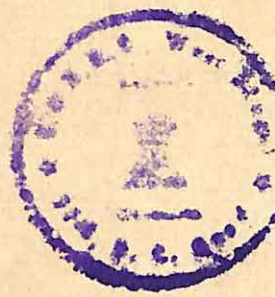
মূল্য পাঁচ সিকা

Published by P. Chatterji
SCHOOL BOOK SOCIETY
63, College Street,
Calcutta.

প্রিণ্টার—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি-এ,
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে পর্ণপুটের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, বন্ধুবর কবি ৺দেবকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ও অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্তের আগ্রহে ও আনুকূল্যে। ১৩৪১ সালে পর্ণপুটের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ জীবনে ষষ্ঠ সংস্করণ দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ। পর্ণপুট ১ম সংস্করণের কবিতাগুলির সবই আমার ছাত্রজীবনের রচনা। বর্ত্তমান সংস্করণে ঐ সংস্করণের ৩৭টি কবিতা গৃহীত হইল। অনেকগুলির নাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং সবগুলিকেই ঈষৎ পরিমার্জ্জিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ১ম সংস্করণের কয়েকটি কবিতা পর্ণপুট ২য় খণ্ডে —দুইটি ব্রজবেণুতে এবং একটি ঋতুমঙ্গলে গিয়াছে। 'ধামশ্রেণী' নামক দীর্ঘ গাথাজাতীয় কবিতা ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—৪র্থ সংস্করণেই বর্জ্জিত হইয়াছিল।

৪র্থ সংস্করণ হইতে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি বাদ দিয়া বাকীগুলি ৫ম সংস্করণে গৃহীত হইল।—১। বঙ্গবাণী ২। নবীনবঙ্গ ৩। কৃত্তিবাস ৪। দাশরথি ৫। রবীন্দ্র-বরণে ৬। দ্বিজেন্দ্র-স্মরণে ৭। চিত্তচিতা ৮। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ৯। চিত্তবিয়োগে ১০। গঙ্গাধর-স্মরণে ১১। মৃত্যুশয্যায় রজনীকান্ত ১২। মানসী-প্রতিমা ১৩। বধূবরণ ১৪। কিশোরী বধূ ১৫। দুর্দ্দিনের বরণ ১৬। মুগ্ধ আবাহন ১৭। হাফেজের আত্মদান ১৮। স্পর্শ ১৯। দ্বন্দ্বগোপ ২০। চন্দ্রমালা ২১। বিফল আয়োজন ২২। প্রিয়া ২৩। ভুবনেশ্বর ২৪। বর্দ্ধমানে ২৫। সপ্তগ্রাম।

যদি কখনও গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়—এই কবিতাগুলি তাহাতে স্থান পাইতে পারে।

৪র্থ সংস্করণে ১২ পৃষ্ঠার একটি কুঞ্চিকা ছিল। তাহাতে দেখানো হইয়াছিল—সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন সাহিত্যের সহিত কবিতাগুলির কোথায় কোথায় যোগ আছে। এই সংস্করণে তাহা বর্জ্জিত হইল। যে সকল কবিতার জন্য কুঞ্চিকা সংযুক্ত হইয়াছিল, সে সকল কবিতাই এই সংস্করণে লওয়া হয় নাই। ২৫টি কবিতা যেমন বর্জ্জিত হইয়াছে—অনেক নূতন কবিতা তেমনই এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে—কুঞ্চিকাংশ বাদ দেওয়ায় বারো পৃষ্ঠার কবিতা তেমনই বাড়িয়াছে।

কবিতাগুলির নির্ব্বাচনে আমার সুযোগ্য ছাত্র সুকবি শ্রীমান্ কৃষ্ণদয়াল বসু আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্
দক্ষিণ কলিকাতা

শ্রীকালিদাস রায়

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে
উত্তরিবে যবে নবপ্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

রবীন্দ্রনাথ

সূচিকা

কবিতার নাম | পৃষ্ঠাঙ্ক

কাঞ্চনথালি নাহি আমাদের
অন্ন নাহিক জুটে,
যা কিছু মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে

রবীন্দ্রনাথ

পর্ণপুট

—ooo—

আদিত্য

বৈদিক ঋষি পূজিল তোমারে তোমার নয়নে নয়ন রাখি,
অর্য্যমা, পূষা, আদিত্য, প্রভাকর,
তব তেজ মাঝে ভর্গেরে বুঝি হেরিল তাদের মনের আঁখি,
শ্রুতির সূক্তে সেই ধ্যান ভাস্বর।
ত্রেতাযুগে এলো রাজরাজন্য রচিল পুরাণ কল্পকথা,
কুলধারা-যোগে তোমা সনে তারা পাতাইল নব আত্মীয়তা,
যত তারকার বংশধরেরে শাসিল গর্ব্বে আত্মহারা;
জয়-হুঙ্কারে কম্পিল অম্বর,
রথধ্বজায় তোমার মূর্ত্তি অরুণবর্ণে আঁকিল তারা।
তুমি শুধু তায় হেসেছিলে দিবাকর।

তারপর এলো সৌরপন্থী তোমারে ভাবিল ব্রহ্মময়,
তোমার পূজাই সকল পূজার সার।
শৈব-শাক্ত-বৃন্দের সাথে যুঝিয়া তাহারা লভিল জয়,
কভু পরাজয়ে বহিল লজ্জাভার।
বিজয়-মত্ত সৌর ভূপতি রাজকোষ তার শূন্য করি',
সিন্ধুর তীরে তব মন্দির গড়িল দ্বাদশ বর্ষ ধরি';
শত ভাস্কর দুষ্কর ব্রতে কলা-চাতুর্য্যে বিমণ্ডিত
করিল যতনে শোভা-মণ্ডল তার,
কোটী ভক্তের জয়ধ্বনিতে হলো ব্যোমলোক আন্দোলিত।
ভাস্কর তুমি হেসেছিলে একবার।

জ্যোতির্ব্রহ্ম, জ্যোতির্ব্বিদেরা আরাধিল তোমা আরেক রূপে,
বহাইল দেশে নবতন্ত্রের ধারা।
নবগ্রহের তুমি নিয়ন্তা, ভয়ে সম্ভ্রমে গ্রহের ভূপে
স্বস্তি বাচনে কত না পূজিল তারা।
সব শেষে এলো জড়বিজ্ঞান ধ্রুব-স্বরূপ জেনেছে বলে,
এক চোখে চায় তোমা পানে রবি, তুমি হাস তায় কৌতূহলে।
কেহ আর তব দেউল গড়ে না, সৌরতন্ত্র লুপ্ত ক্রমে,
ইতু-ঘটে পূজা-পর্ব্ব হয়েছে সারা।
স্নান-শেষে শুধু পল্লীবাসীরা একবার শুধু তোমারে নমে,
পাঁজির পাতায় হইয়াছ তুমি হারা।

আজি নাই সেই পঞ্চতপারা, নাই কোণার্ক, সৌররাজ,
কোথা শিল্পীরা তাঁহার আজ্ঞাবহ ?
তব নাম যোগে নাম-গৌরবী হ'ল যারা তারা কোথায় আজ ?
আজি তুমি নও কারো দূর পিতামহ।
মানুষের এই পূজা-পূজা-খেলা হেরি বিচিত্র, প্রদোষে প্রাতে,
যুগযুগ হ'তে সমান হাসিই হাসিয়া চলেছ উপেক্ষাতে।
মধ্যদিনের ভ্রূকুটি তোমার কেন তাহা হায় কেই বা বোঝে ?
কৃপায় কৃপণ তুমি যে কখনো নহ।
রবির রবিরে যাহারা নিত্য বিম্বের প্রতিবিম্বে খোঁজে,
তাদের মূঢ়তা তাও তুমি রবি সহ।

মানবোদয়ের আগে হ'তে তব নিত্য সেবার যে আয়োজন,
হয় নি বিতথ তার তিল-পরিমাণ।
গিরিচুড়া তোমা বরিছে নিত্য, তোমার আপন চারণগণ
সাঁজে ভোরে গায় নীড়ে নীড়ে জয়গান।
যুগযুগ হতে মেঘেরা অরুণ কেতন উড়ায় তোমার রথে,
সমানই নিত্য উষসী সন্ধ্যা সিঁদূর ছড়ায় তোমার পথে,
চিরদিনই সেই সূর্য্যমুখীরা তোমা পানে চেয়ে ব্রতটি পালে,
কাল-পারাবার করায় তোমায় স্নান।
বসুধার শিরে কনক আশিস্ পাণি-সহস্র সমানই ঢালে,
যুগ যুগ হতে, লভে সে গর্ভাধান।

দুর্ব্বাসা

কোথা যাজ্ঞিক আজি আনমনে ভুলেছ নিত্যযাগ,
কোথা ঋত্বিক করনি সাধন আত্মকর্ম্মভাগ,
কোথায় শিষ্য ভুলেছ ভাষ্য মাধবীর সৌরভে,
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ব্বার বেগে, অবহিত হও সবে।

কোথা ঋষিবালা পুষিছ পরাণে মোহারুণ কামনায়,
অতিথি আসিয়া ফিরে যায় তবু হয় না চেতনা তায়,
তরুলতাগুলি পায় নি পানীয়, হরিণী শষ্পদল,
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ভাষা মুখে, কোথায় পাদ্যজল ?

কোথা নরপতি লালসালালিত, পুষ্পবাটিকামাঝে
বিলাস-ব্যসনে আছ সারাবেলা হেলা করি রাজকাজে ?
কোথা শূরবর, ভুলেছ সমর প্রেয়সীর কর ধরি ?
দুর্ব্বাসা আসে, দুর্ব্বল চিত ! জাগো মোহ পরিহরি'।

ভুলি দেবদ্বিজ পূজা, ব্রত, নিজ জনমের তিন ঋণ,
কোথা গৃহী হায় শফরীলীলায় বিলসিছ নিশিদিন ?
কোথা বধূ গৃহধর্ম্ম ভুলেছ বিরহের বেদনায় ?
দুর্ব্বাসা আসে জাগো জাগো সবে নিজ নিজ সাধনায়।

আসিছে মূর্ত্ত রুদ্রশাসন, ভ্রূকুটীকুটিল মুখ,
শিরে জটাবন, নয়নে দহন, শ্মশ্রুগহন বুক।
সাধনার ভার বহ আপনার, মোহের আঁধার নাশি,
জাগ্রৎ রহ, উগ্র তাপস কখন পড়িবে আসি'।

মথুরার দূত

বিদায় চন্দ্রাননে,
এসেছে আজিকে মথুরার দূত আমার বৃন্দাবনে।
সাঙ্গ আজিকে বাঁশীরব-গান,
হলো ব্রজে কলহাসি অবসান।
শেষ—অভিসার, মান, অভিমান, উচ্ছল রসাবেগ।
যদিও যমুনা ভরা টলমল,
নীপনিকুঞ্জ চারু চঞ্চল,
ময়ুর ময়ুরী রসঢলঢল, গুরু গুরু ডাকে মেঘ,
তবু হায় যেতে হবে,
বারতা বহিয়া মথুরার দূত গোকুলে এসেছে যবে।

ব'লো সখাসখীগণে
এসেছে নিঠুর মথুরার দূত বঁধুর কুঞ্জবনে।
জলকেলি শেষ ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে
কালীদহে তটবিটপী কাঁপায়ে।
বৃথা বনফলে ভরিছ আঁচল মিছে গাঁথ বনমালা।
ফুলের ঝুলনা লুটিবে ভূতলে
ভাবিতে নয়নে সলিল উথলে।
যাই বুকে বহি রসরাস-দোল-ঝুলনের স্মৃতিজ্বালা।
মিছে আর মায়াডোর,
ভেসে যাক চলে' যমুনার জলে সাধের বাঁশরী মোর।

ব'লো পাগলিনী মায়,
আজিকে তোমার প্রাণের দুলাল বাঁধন কাটিয়া যায়।
কে হরিবে আর ক্ষীরসর ননী ?
কে ধরিবে শিখিপুচ্ছ-পাঁচনি ?
শত আঁচলের গ্রন্থি টুটাতে হিয়া ফেটে শতখান।
ব'লো গোপীগণে,—যমুনার ঘাটে,
সাঁঝে নদীতটে, দিনে দধিহাটে,
আজ হ'তে হলো যত লাজ জ্বালা যাতনার অবসান।
মিছে ডাক' বারে বারে,
এসেছে আজিকে মথুরার দূত কানুর হৃদয় দ্বারে।

কেমনে হেথায় রহি
মথুরার দূত এসেছে নিদয় বিদায়নিদেশ বহি'।
ডাকিছে সত্য বিষাণ-বাদনে
জীবন-মরণ-রণ-প্রাঙ্গণে,
ডাকে মথুরার কাতর কাকুতি, আতুরের আঁখিলোর।
পাষাণ-কারার আকুল রোদন
করেছে সুপ্ত তেজের বোধন,
ভাঙিতে হয়েছে রাগের স্বপন, ফাগের রঙীন ঘোর।
মিছে আর আঁখিজল
মথুরার দূত করিয়া দিয়াছে অন্তর টলমল।

সূর্য্যমণি

পুষ্পসভায় উৎসব-লীলা ফুরায়ে গিয়াছে যবে,
অবশ আলসে এলায়ে লুলিত ঘুমায়ে পড়েছে সবে।
রুক্ষ কাষায় বাসে
তুমি জাগিয়াছ রুদ্র তাপসী রৌদ্রবহ্নি পাশে।
তুমি চাও যারে মিলে না তাহারে উষার সরস সুখে,
তোমার বাসক-শয়ন রচিত নহে কিসলয়-বুকে,
চারিপাশে রচি কৃশানুকুণ্ড উর্দ্ধে মেলিয়া আঁখি,
দয়িতের লাগি তোমার সাধনা বুঝিতে কি আছে বাকি?
বিনা তপোমহিমায়
কোন্ সাহসিকা চণ্ড ভানুর প্রেম-চুম্বন চায়?
ভয়ে হ'ল কেহ পাণ্ডুর-দেহ আঁখি মুদি কেহ কাঁপে,
গরবিনী যত সোহাগিনী ঐ ঝলসি পড়িছে তাপে।
জ্বালাময়ী সাধনার,
বহ্নিবেদনা বহিবে সহিবে তুমি বিনা কেবা আর?
বালারুণ হেরি যে মেলে নয়ন, জ্যোৎস্না-বিলাসে যেবা,
তাদের মাঝারে কে করিবে মরু-মার্ত্তণ্ডের সেবা?
কেহ বা বন্দে উষা-দেবতায়, সন্ধ্যারে কোন জনা,
উষা-সন্ধ্যার সে আদিনিদানে কে করিবে আরাধনা?
তুমি জানিয়াছ সার,
স্মর-বসন্তে সঙ্গী করিলে চরণ মিলে না তাঁর।

বিশ্বের প্রতি

কে বলে জড় বিশ্ব তুমি? তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা, একি-এ লীলা-দৃশ্য হেরি দিবসরাত!
জ্যোছনাভাতি, তারকাপাঁতি—বিভূতিভূষা অঙ্গময়,
ভাঙের ঘোরে কক্ষ'পরে নৃত্যে তাল-ভঙ্গ হয়।
বারিধি-হ্রদে শারদ নদে ডমরু তুলে ডামর-তান,
দোদুল-জটা জলদ-ঘটা দামিনী-ছটা—দীপ্যমান।
ইন্দ্রচাপে সন্ধ্যারাগে কটিতে আঁটা কৃত্তিপট,
ধরেছ শাপ-দুরিত-তাপ-গরল গলে, রুদ্র নট,
তোমার পাশে গৌরী হাসে বিতরি জীবে অন্নজল,
শস্যশিরে আঁচল উড়ে, চরণে ফুরে কমলদল।
তুমি ত জড় সৃষ্টি নহ—তুমি যে নিজে স্রষ্টা, নাথ,
পাগল ভোলা, একি-এ লীলা-লহরী হেরি দিবসরাত!

শিশিরকণ-মণিভূষণ বনবিতান-বল্লীচয়
আনতফণ ফণীর মত জড়ায়ে তনু প্রণত রয়।
নর-করোটি তোমার করে, কণ্ঠে মহাশঙ্খ-হার,
ধবলগিরি-বৃষভ বহে শৃঙ্গে মেঘপঙ্ক-ভার।
ঈশান, তব পিনাকে ছুটে অশনি-শর কৃশানুময়,
বিষাণ-রবে ঝঞ্ঝা জাগে ঘোষণা করে ভীষণভয়।

ত্রিশূল তব ত্রিতাপরূপে ত্রিকাল ব্যেপে ঘূর্ণমান,
অট্টহাসি,—তুহিনরাশি তটিনী কোটি করিছে পান।
রোষ-ভীষণ ভাল-নয়ন,—নিদাঘ ভানু নির্ণিমেষ ;
রতিপতিরে ঋতুপতিরে দহিয়া করে ভস্মশেষ।
তুমি-ত জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা ! একি-এ লীলা—একি-এ খেলা দিবসরাত !

সত্য

(১)

শিশুটীরে ফেল্লে যখন জলে,
ডুব্‌ল না সে, ঠেক্‌ল কমলদলে,
বিস্ময়ে তাই দেখ্‌ল হাজার আঁখি—
ঢেউয়ের' পরে আস্‌ছে হেলে দুলে'।
ফেল্লে যবে হিংস্রগণের পায়,
হর্ষে তারা খেল্লে নিয়ে তায়,
সিংহ তাহার চাট্‌ল চরণ দুটি
হস্তী তারে পৃষ্ঠে নিল তুলে'।

চুল্লীতে তায় ফেল্লে অবোধ যত,
আগুন নিভে ইন্দ্রায়ুধের মত
তোরণ হয়ে জাগ্‌ল তাহায় ঘিরে,
হরে' নিল গায়ের যত মলা।
সত্য,—এযে প্রহ্লাদ অবতার,
জল্লাদে তার করবে কিবা আর?
আহ্লাদে সে গাইবে হরির নাম
যতই কেন রোধ' তাহার গলা।

নৃসিংহদেব জাগ্‌বে দানবপুরে,
মাণিক্যময় স্তম্ভ ভেঙ্গে চুরে,
দম্ভ-করীর কুম্ভ বিদারিতে
মিথ্যাসুরের রক্ত নিতে বলি;
অন্ত্রগত ভ্রান্তি-নাড়ী ছিঁড়ে
উরুর তটে দল্‌বে জঠর চিরে।
শেষকালে সেই সত্য হয়ে জয়ী
চেয়ে চেয়ে দেখবে কৃতাঞ্জলি।

---

(২)

উত্তমই যায় ভাব্‌ছ মোহের ঘোরে,
বসায়ে আজ আদরে তায় ক্রোড়ে,
তাড়া'চ্ছ যে ধ্রুবেরে দূর বনে,
ধ্রুবের সাথে বিদায় নিবে শুভ।
অধ্রুবেরে চিত্তে ভজি' ভজি'
সুরুচিতে নিত্য রয়ে' মজি'
সুনীতিরে করবে কর দূর ;
দুঃখ কি তার পুত্রটি যার ধ্রুব।

ধ্রুব আপন কঠোর সাধন-বলে
উঠ্‌বে জিনে হরির পদতলে।
সুনীতি-ত হবেই শ্রেয়োমাতা
সবার উঁচু পুণ্য ধ্রুবলোকে।
ভোগের মোহে মরীচিকার জালে
মিটবে-নাক তৃষ্ণা কোন' কালে,
চাইতে হবে ধ্রুবলোকের পানে
অশ্রু-অরুণ আর্ত্ত করুণ চোখে।

ধ্রুবের সেবা ভিন্ন কেবা কবে
বিশ্বে অশোক শাশ্বত লোক লভে ?
ধ্রুবের প্রভা ভিন্ন ভবার্ণবে
নাবিক তুমি হবেই পথহারা,

স্থলভ স্থখের লোভ লালসা যত,
ক্ষণিকভাতি জোনাকপাঁতির মত ;
নিশান্তে হায় নিভবে তাদের আয়ু
অনন্তকাল জ্বল্‌বে ধ্রুবতারা।

বিশ্বামিত্র

দেশে-দেশে ব্রহ্ম-ক্ষত্র, বিশ্বহোত্রী বিশ্বামিত্র, তব জাগরণ,
তব ঋক্‌মন্ত্রে, রথি, 'স্থপ্রতরা' নদনদী বিজিত ভুবন।
জন্মবলে নহে তব, পুষ্করে দুষ্কর তপে ব্রহ্মপদলাভ,
রাষ্ট্রজাতি নব নব যুগে-যুগে গড়ে তব তপের প্রভাব।

তব যোগভঙ্গফলে চতুঃষষ্টি-কলাশিশু জন্মে কালে কালে,
শিল্পি-শকুন্তেরা যারে বক্ষপুটে স্নেহসারে পক্ষছায়ে পালে।
প্রমূর্ত্ত পুরুষকার, তোমার 'জৃম্ভক' আজো অশিবে তাড়ায়,
তব রাজ-পরীক্ষার বহ্নিকুণ্ড জ্বলে শত মণিকাণকায়।

অভিশপ্তা মুক্তি লভে যজ্ঞদ্রোহী মহাহবে পুড়ে দলেদলে,
দেশবৈরী সৃষ্টিত্রাস মাতৃ-হা'র দর্পনাশ তোমারি কৌশলে।
আজো গায়ত্রীর সহ 'অতিবলা' বিদ্যা কহ তরুণ শ্রবণে,
'সত্য-শিব'—'শূর-সতী'—মিলনের প্রজাপতি রাজর্ষি-ভবনে।

বিশ্বরাজ

কেমনে চিনিব তোমা তুমি নাকি বিশ্বের ভূপাল ?
একমুষ্টি অন্ন—তা'ও, ভিক্ষা চাও হে রাজ-কাঙাল।
চিতাভস্ম অঙ্গরাগ, পরিধানে হেরি গজাজিন,
ছত্রীভূত সর্পফণা জটা-কূর্চ্চে কিরীট নবীন।
নিতান্ত বাতুল পেয়ে বৃষভে বসায়ে অবশেষে
কে তোমারে সাজাইল ও অপূর্ব্ব রাজেন্দ্রের বেশে ?

দেবগণ নিল বাঁটি রাশি রাশি অমৃত ধবল,
অকুণ্ঠিত কণ্ঠে তুমি নিলে হাসি অসিত গরল।
বিলায়ে মন্দার কুন্দ অরবিন্দ তুলসী মধুরা
নিলে মহাশঙ্খ-কণ্ঠী, বিল্বপত্র, বিষাক্ত ধুতূরা।
তেয়াগি লাবণ্যলতা রাজকন্যা তারুণ্যে অরুণা,
ব্রতজীর্ণা তপঃশীর্ণা অপর্ণারে করিলে করুণা।

হে রাজেন্দ্র, তব রাজ্যে তুমি শুধু চির অকিঞ্চন,
সকলে যা বিসর্জ্জিল করিলে তা মৌলির ভূষণ।
সর্ব্বভোগ্য ত্যজি রাজা যদি রও শ্মশান-প্রবাসে,
কেমনে সৌভাগ্য-সুখে র'বে প্রজা সংসার-বিলাসে ?
শবাসন ছেড়ে আজো ফিরিলে না তব সিংহাসনে
ছুটিছে নিখিল ভব তাই তব শ্মশান-সদনে।

রাজর্ষি ভরত

পরিহরি পরিজন গৃহসুখ সিংহাসন,
মৃগশিশু, তোরে ভালবেসে,
হায় হায় শতশত বরষের তপ যত
যাগ জপ যায় সব ভেসে।
খেয়ে নিস্ তুই সব সোম চরু কুশ যব,
কোশাকুশী হতে গঙ্গাজল।
স্থণ্ডিলে সমিধ্' পরে ঘুমাইবি অকাতরে,
কেমনে জালিব হোমানল ?
একি অত্যাচার তোর, মন্ত্রপূত হবি মোর
স্রুক হ'তে তুই নিস্ কাড়ি ;
যোগে সমাহিত হ'লে আসিয়া শুইবি কোলে,
স্পন্দহীন নাহি হ'তে পারি।
তরল আয়ত চোখ ভুলাল'রে সূক্ত শ্লোক,
দাঁতে ধরে' টানিস্ বাকল।
সর্ব্বাঙ্গ লেহন করি' সব তপ নিলি হরি'
শেষে কিরে করিবি পাগল ?
পরিহরি ঘনসার কুঙ্কুম, রোচনাভার,
কালাগুরু, উশীর, চন্দন,
সুগন্ধ বিলাস সবি ছেড়ে এসে এ সুরভি
মৃগমদে মজিল রে মন।

রূপতৃষা, রসতৃষা জয়তৃষা, যশ'তৃষা
সর্ব্বতৃষা গর্ব্বে জিনি হায়,
কান্তারে প্রান্তরে ঘুরি' ভ্রান্ত আজি পন্থা ঢুঁড়ি
মরুভ্রান্তি 'মৃগ-তৃষ্ণিকায়'।
ছিঁড়ে এসে মায়া ডোর ওরে মায়ামৃগ মোর
তোর লাগি ঘোর অধোগতি,—
প্রতিহিংসা প্রকৃতির, এযে দণ্ড বিদ্রোহীর,
ভগবন্! দাও স্থিরমতি!

* * * *

থাক্ তুই রে শাবক, অঙ্কে মম, শুষ্ক হোক্
চতুর্ব্বর্গ-ফলের পাদপ।
জীবন্ত সবার চেয়ে স্নেহ প্রেমে শিশু পেয়ে
হত্যা করি করিব কি তপ?
যদি যোগ-তুষানলে শাসন-শোষণ-বলে
রসলেশশূন্য সারা প্রাণ,
অন্তরে বাহিরে জটা, তবে মিছে তপোঘটা
বৃথা রস-ব্রহ্মের সন্ধান।
বৈরাগ্যের শ্যেন যদি অনুসরে নিরবধি
প্রেম-শুক ত্রাণ কোথা পায়?
সব ঠাঁই হ'তে তারে তাড়াইলে বারে বারে
মৃগবক্ষে বাঁধিবে কুলায়।

রূপ ও ধূপ

ওগো রূপ অপরূপ,
তোমার দেউলে দহিয়া মরিল কত না সুরভি ধূপ।
অটল নিঠুর, চরণের মূলে,
তবু একবার চাহিলে না ভুলে।
পড়িল না ক্ষীণ রেখা, রসহীন 'অশান' পাষাণ বুকে
দম্ভ তোমার লুণ্ঠিত ভূমে।
দগ্ধ দেহের গন্ধিত ধূমে,
কালিমা মাখায়ে দেছে ধূপ তব কপটোজ্জ্বল মুখে।

ওগো রূপ অপরূপ,
তব মন্দিরে মরণে বরিছে কত যে জীবন-ধূপ।
কও-কও কথা একবার ডাকি,
মেল, ও ইন্দ্রনীলমণি-আঁখি,
কত যে ভক্ত লোচন-রাজীব তুলি' শরে দিল পায়,
হলো না ও দেহে কৃপা শিহরণ?
হানিল বক্ষে কেড়ে প্রহরণ
তব হোমানলে পূর্ণাহুতিতে সঁপিল যে আপনায়।
ওগো রূপ, অপরূপ,
মেল' একবার অন্ধলোচন, দহে ম'লো কত ধূপ।

দধীচি

কোথা তপোবনে যজ্ঞকুণ্ডে পড়েনি পূর্ণাহুতি,
দেবের প্রসাদ আসেনি নামিয়া, থামিয়া গিয়াছে শ্রুতি।
আহিতাগ্নিক, হ'য়ো না নিরাশ দধীচি সঁপিছে প্রাণ,
অস্থি-শোণিত—ইন্ধন ঘৃত, দিতে হোমে বলিদান।

বৃষ্টি বিহনে রৌদ্র দহনে কোথা দেশ ছারখার,
ধূ-ধূ করে মাঠ, হু-হু করে প্রাণ, গৃহে গৃহে হাহাকার।
হে কৃষকবর, হয়ো না কাতর, দধীচি সঁপিছে প্রাণ,
শ্রাবণানন্দে বারিদমন্দ্রে নামে ইন্দ্রের দান।

সুরলোক কোথা রসাতলে যায় অসুরের পশুবলে,
গিরিগুহা-বনে, ঘুরিছে গোপনে দেবতারা দলে দলে,
উঠ দেবরাজ, ত্যজ দীনসাজ, হীনলাজ অবসান,
যোগাসনে ঐ বসেছে দধীচি করিতে অস্থিদান।

ধর্ম্মজগতে বিপ্লব কোথা—কলুষের উপচয়,
সত্যের গ্লানি, পুণ্যের ম্লানি, নিরীহের নিতি ভয়,
সাধু মহারাজ, উঠ উঠ আজ, দধীচি সঁপিছে প্রাণ,
ক্রুশে যাগে রণে মেরু-মরুবনে তাঁর এ আত্মদান।

মথুরাযাত্রা

কোথায় গোকুল ছেড়ে প্রাণবঁধু চলিলে,
ভাসাইয়া আশারাশি নয়নের সলিলে ?
এমন করিয়া হায় চ'লে যাবে মথুরায়,
আগে হ'তে শ্যামরায় কেন নাহি বলিলে ?
অখলা অবলা মোরা কাননের হরিণী,
ছুটিয়াছি বাঁশী শুনে কখনো ত ডরিনি,
বাঁশী যে শায়ক হবে কে কোথা ভেবেছে কবে ?
এমন করিয়া সবে হে নিঠুর ছলিলে ?
গোকুলে অকূলে ফেলে কি সুখে বা রহিবে ?
ব্রজের বিরহ ব্যথা ও বুকে কি সহিবে ?
সেথা উদাসীন র'বে ধূমরাশি হেরি নভে
যমুনার এই পারে দাবানল জ্বলিলে ?
রাধারে না হয় শঠ অবাধেই ছাড়িবে,
রাধা-নামে-সাধা বাঁশী ছাড়িতে কি পারিবে ?
রাসতলা হবে মরু শুকাইবে চূত-তরু
করিতে উৎসব ঘটা যাতে ফল ফলিলে।
শ্বসিতেছে বেণুবন নুয়ে নুয়ে ভূতলে,
পথ রোধে ধেনুগণ চোখে নীর উথলে।
ফুলের বদলে শিলা ছুড়ে শেষে একি লীলা ?
নিজ হাতে গাঁথা মালা রথতলে দলিলে।

শ্যাম বিহনে

হলো না বসন্ত এবার বৃন্দাবনের বনে,
প্রেমানন্দ বিহনে—শ্যামচন্দ্রমা বিহনে।
কোকিল এসে ডাক্‌ল কুহু বকুল-শাখায় মুহুর্মুহুঃ
শুনে ব্যথার আহা-উহু ফিরল হতাশ মনে।
দখিণ পবন এসে সবায় গেল ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
জাগ্‌ল না কেউ, কীচককানন বাজ্‌ল না তার ফুঁয়ে।
ললিত লবঙ্গলতা হলো না তায় রঙ্গরতা
চূততরু অঙ্গ হতে খস্‌ল পরশনে।
শীত অবসান ভেবে হঠাৎ পলাশ দিয়ে উঁকি,
দেখে ধূলায় লুটায় যত ব্রজের বিধুমুখী।
অম্‌নি সে মুখ লুকাইল, গুম্‌রে দুখে শুকাইল,
ফোটা এবার হোল না তার রভস-রঙ্গনে।
শোণিতরাঙ্গা শাণিত সব শায়ক পিঠে বাঁধি,
এসেছিলেন অনঙ্গদেব ফিরে গেলেন কাঁদি,
অশ্রুপিছল পথে পড়ি ফুলের ধনু গড়াগড়ি।
যমুনা গায় বিয়োগিনী আর্ত্ত আলোড়নে।
হোলীই যখন হবে না তার বৃথাই আয়োজন,
ফুট্‌তে গিয়ে গেল ফেটে নটকোনা রঙ্গণ।
গগন-বনের অরুণিমা তরুলতার তরুণিমা
ধূসর হয়ে ধূমল হ'য়ে মিলায় দিগঙ্গনে।

রাখালরাজ

অবুঝ কানু কার মায়াতে ভুলে
গোকুল ছেড়ে চ'লে গেলি ভাই ?
সেথায় কেবল হাতী ঘোড়ার মেলা,
তোর ত সেথা খেলার সাথী নাই !
কোথায় সেথা দূর্ব্বাশ্যামল গোঠ,
রাখাল দলে খেলার হেন জোট,
ননীর মত কোমল ধবলদেহ
কোথায় সেথা এমন দুধল গাই !
এমন রাখাল-রাজ্যখানি ফেলে
কেমন করে' আছিস্ কানাই ভাই ?

ময়ূরনাচা এমন পাখীডাকা
হরিণচরা কোথায় সেথা বন ?
মাটীছোঁয়া কোথায় তরুশাখা
ঝুল্‌বি কোথা দুল্‌বি সারাক্ষণ ?
ফুল্‌বনে নাই ফুলের ছড়াছড়ি
ফুলের ডোরে কোথায় জড়াজড়ি ?
গুঁজতে কানে মুকুল কোথা পাবি ?
খুঁজতে গিয়ে আকুল হবে মন।
অবুঝ রাজা এমন বাঁশীবাজা
সবুজ তাজা কোথায় সেথা বন ?

দুপুর রোদে সেথায় তরুর তলে
কোথায় পাবি মধুর মৃদু হাওয়া ?
কোথায় সেথা কালিন্দীরি নীরে
কল্‌কলিয়ে সাঁতার কেটে নাওয়া ?
সেথায় কিরে গভীর কালীদ'য়
কমল কুমুদ নিত্য ফুটে রয় ?
গায়ের ঘামেও ঘনায় ঘুমের ঘোর
কোথায় এমন ঘুমে নয়ন ছাওয়া ?
রোদের তাতে তাত্‌লে তনু তোর
গাছের ছায়ায় কোথায় পাবি হাওয়া ?

তুল্‌বে কেবা বেলের কাঁটা দিয়া
কুশের আঁকুর বিঁধলে রাঙা পায় ?
পড়্‌লে খ'সে নূপুর ধড়া চূড়া
আবার কেবা পরিয়ে দেবে হায় ?
তমাল তলে বস্‌লে মেলি পা !
বাছুরটী আর চাট্‌বে-নাত গা !
ক্লান্ত হ'লে চাইবি কারে জল
কার কোলে তুই এলিয়ে দিবি গায় ?
ক্ষুধা পেলে আন্‌বে কেবা ফল
ঘাম্‌লে ও-মুখ মুছিয়ে দিবে তায় ?

সেথাও যদি উপদ্রবই করিস্
তারা কি তোর সইবে আচরণ?
সেথাও যদি মাখন দধি হরিস্
তোয় যে কটু কইবে অকারণ!
বেণু যদি বাজাস্ রাখালরাজ
কেমন করে' কর্‌বে তারা কাজ?
বক্‌বেনাত তোর বাঁশরী-রবে
যদি বা হয় পরাণ উচাটন?
কলস যদি হরিস্ ঘাটে, তবে
হাস্‌বে কি রে তথায় বধূগণ?

রাজা হওয়া যদিই এত সখ
রাজা ত তোয় ক'রেছিলাম মোরা;
ছিল ত তোর মন্ত্রী পারিষদ,
গোধন মৃগ,—তারাই হাতী ঘোড়া।
উইয়ের ঢিপির সিংহাসনের 'পরি,
মাথায় দিলাম পাতার মুকুট গড়ি,
কণ্ঠে দিলাম গুঞ্জাফলের মালা
হস্তে বাঁধি রাঙা রাখীর ডোরা।
হেথায় ফেলি রাখালরাজের লীলা
কেমনে তুই থাক্‌বি মাখনচোরা?

মথুরার দ্বারে

চরণে মিনতি প্রহরি তোমার, বসো না অমন বেঁকে,
মোরা তোমাদের রাজারে হেরিতে এসেছি গোকুল থেকে।
ছেঁড়াধড়া পরা, পথধূলি ভরা শরীরে ঘামের রেখা ;
তাই ব'লে কিরে যেতে হবে ফিরে, পাব না কানুর দেখা ?
তুমিত জান না, প্রহরি, তোমার রাজাটি মোদের কে !
এই ধূলিমাখা বুকে মাথা রেখে মানুষ হয়েছে সে।
আমরা কাঙাল অবোধ গোয়াল, সে আজ অনেক বড়।
ও চরণে ধরি তোরণ-প্রহরী, তাড়ায়োনা, দয়া কর'।

আমাদের কানু তা-র কাছে যেতে তো-র পায়ে সাধাসাধি !
চোখে আসে জল মুখে আসে হাসি, তাইত হাসি কি কাঁদি !
দাঁড়াইয়া ঠায় দ্বারে ধূলা পায়, কানু শুনে তাই যদি,
কত ব্যথা মরি পাবে সে, প্রহরি, আঁখিনীরে ব'বে নদী।
রাজার দণ্ড ধরেছে কানাই ছেড়েছে মোহন বাঁশী
সেই হ'তে তার বুঝি মুখ ভার, নাই খেলাধূলা হাসি।
আহা সে কত না পেয়েছে যাতনা কেঁদেছে মোদেরে ছাড়ি।
অমন করিয়া দিওনাক ঠেলি', ভ্রূকুটি করো না দ্বারি !

কালীদহ হ'তে এনেছি তুলিয়া তার তরে শতদল,
যে বনে বেড়াত চরাত গোধন সে বনের পাকা ফল,
শাঙলীর দুধে মথিয়া নবনী, ধবলীর দুধে ক্ষীর,
এনেছি মালতীফুলে মালা গাঁথি যমুনার কালো নীর।

এনেছি পাঁচনি, শিখিচূড়া, ননী, কোঁচানো রঙীন ধড়া,
বাঁশবন ঢুঁড়ি এনেছি বাঁশুরী যতনে ছিদ্রকরা।
গোটা গোকুলের আঁখিজলে ভেজা এসেছি আশিস্ নিয়ে,
ভাঙ্গা হৃদিভার রাঙ্গা আঁখি আর—একবার বল গিয়ে।

বলিস্ তাহার রোপিত লতাটি আজি ফুলে-আলোকরা,
ঘেরি নীপতল আসিয়াছে জল যমুনা দু'কুল ভরা।
যা ছিল মুকুল এখন তা' ফল, চারা বাঁধিয়াছে ঝাড়,
আদরের বুধু হয়েছে ডাগর শিঙ উঠিয়াছে তার!
কোথা র'বে তার রাজসভা, দ্বারি, রবে না সে গৃহকোণে,
বুকে এসে ছুটে পড়িবে সে লুটে একবার যদি শোনে।
নয়ন রাঙায়ে দিও না তাড়ায়ে প্রহরী নিঠুরহিয়া,
দিব ক্ষীর সর ফলফুল তোরে,—একবার বল গিয়া।

বৃন্দাবন অন্ধকার

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলেনা চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিকচন্দনার।

ছোঁয়না তৃণ গোঠের ধেনু, ব্রজের বনে বাজে না বেণু,
করে না শ্যামরাধিকা লয়ে শারিকাশুক দ্বন্দ্ব আর।
পিয়ালফুলপরাগ মাখি' আয়ত-তরলায়িত আঁখি,
হরিণী আজি লেহন করে চরণসুধাস্যন্দ কার?
বৃন্দাবন অন্ধকার।

শিখীরা আর মেলিয়া পাখা করে না আলো তমালশাখা,
কমলকলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ তার।
রুচে না কারো নবনীসর, হেলায় লুটে অবনী'পর,
করে না দধিমন্থ বধূ নাচায়ে চারু চন্দ্রহার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

ফেনিল কেলি সলিলে নাহি, তটিনী আর ছুটে না গাহি',
পাটনী কাঁদি' তরণী বাঁধি করেছে খেয়াবন্ধ তার।
নূপুর হার হারানো ছলে গোপীরা সাঁজে যমুনাজলে
করে না দেরী আজিকে হেরি হাসিটি শ্যাম-চন্দ্রমার।

বাতাসে শ্বসি' বেতসীবন হুতাশে মরে হতাশমন,
রচে না কোলে ঝুলনদোলে মিলনপ্রেমানন্দ-হার,
সখারা শোকবিবশ বেশে মুরছি পড়ে দিবসশেষে,
গাঁথে না মালা, ভরিয়া ডালা তুলে না ফুল বন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

গোপললনা নায়কহীনা শোকশায়কে শায়িতা দীনা,
নয়ননীরে বাড়ায় ব্যথা-পাথার ভানুনন্দনার।
চিৎকুমুদী ঢুলিছে মুদি', থেমেছে গীত কণ্ঠ রুধি,
গোকুল মৃৎপিণ্ড হলো, চলে না হৃৎস্পন্দ আর।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

পাদমেকং ন গচ্ছামি

ব্রজের সখী, ব্রজের সখা, কাঁদ্‌ছ কেন আকুল রোলে ?
আমার সাধের গোকুল ছেড়ে কোথাও আমি যাইনি চ'লে।
রজের মাঝে পেয়ে আমায় শিহরে ঐ ব্রজের দেহ,
প্রতি হৃদয়স্পন্দে আছি, কেঁদ না ভাই তোমরা কেহ।
ব্রজের বাটে, ব্রজের ঘাটে, ব্রজের গোঠে, মাঠের মাঝে,
শষ্পলতায় পুষ্পপাতায় আছি হেথায় নানান সাজে।
কাঁদ্‌ছ মিছে, নয়ন মুছে দেখ চেয়ে এই-যে আমি।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

বরণ আমার বিলীন হ'ল ব্রজের শ্যামল দূর্ব্বাদলে,
শাঙন গগন মগন করি কালিন্দীর ঐ কালো জলে।

ময়ূর-নাচা তমাল বনে সংশয়ে চাও মাঝে মাঝে,
ভুল তা'ত নয়, আমার চাঁচর চিকুর চূড়া সেথাই রাজে।
গোপাঙ্গনার অঙ্গতটে আলিঙ্গিতে আহ্লাদিয়া
গলে', গলে' নাম্‌লো গিয়া কালিন্দীতেই আমার হিয়া।
রসাল-শাখার শুক-শারিকা কর্‌ছে আজো আমার নাম-ই,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

বেণুর বনে বাজ্‌লে বাঁশী চমকে উঠ,—চেন' নাকি ?
কালীদহের নীলোৎপলেও দেখনিকি আমার আঁখি ?
কৃষ্ণসারের চরণ-পাতে থম্‌কে দাঁড়াও চাও যে পিছে,
আমার চরণশব্দ সে ত,—একেবারে নয়ক মিছে।
বন্ধুজীবে রক্ত অধর,—কিসলয়ে নখর রুচি,
পদ্মদলে চরণ তুলে,—কুন্দ ফুলে হাস্য শুচি,
চিনি-চিনি চিন্‌তে নার, চমকে উঠে চাও যে থামি,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

পাটল অশোক-পলাশবাগে ফাল্গুনে মোর রঙের মেলা,
পরাগরাগের হোলির ফাগে উচিত আমায় চিনে ফেলা।
বকুলডালে বেতস-বনে বাদল বায়ে ঝুলন করি,
ব্যাকুল চোখে চেয়েও থাকো যেন আমায় ফেল্লে ধরি'।
দেখ্‌ছনা ঐ চল্‌ছে আমার রাসের লীলা চুপে চুপে,
হাজার ঢেউয়ে পৌর্ণমাসীর পূর্ণ শশীর হাজার রূপে।
উদাস বায়ুর পরশ দিয়ে বিবশ করি দিবসযামী,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

বঙ্গবধূ

আজি বন্ধু, তোমাদের শুভ নব বাসরের রাতি,
বৎসর চারিটি পরে পুনঃ জ্বলে উৎসবের বাতি,
সে যেন অনেক যুগ, যবে দুঁহু কৈশোর যৌবন
মিলিল প্রিয়ার অঙ্গে, গেলে তারে তেয়াগি তখন।
তারপর হতে নিতি দ্বিখণ্ডিত মৃণালের প্রায়
অবলম্বি' তন্তুটুকু প্রাণরক্ষা আশায় আশায়।

মাঝখানে কত গিরি মরু হ্রদ নদী ব্যবধান,
অজ্ঞেয় বারিধি তার ভরিয়াছে রহস্যে পরাণ।
বর্ষার দুর্য্যোগ রাতে চমকেছে চপলার সনে
যেন এই উর্ম্মিলার প্রাণকান্ত গিয়াছে কাননে।
নিশিদিন কত নদী সন্তরেছে পিয়াসী অন্তর
নিরন্তর পার হলো একা কত বিজন প্রান্তর।
বসন্ত নিশান্তে কত স্বপ্ন দেখে' হয়েছে বিহ্বল
হারাই—হারাই শুধু আশঙ্কায় আঁখি ছল ছল।

নিত্যগৃহ-কর্ম্মমাঝে নানা ছলে উন্মন চঞ্চলা
তোমারি বরণডালা সাজায়েছে তোমারি কমলা।
করবীভূষার লাগি কোন'দিন তুলেনিক ফুল,
লিপির আশিস্ বিনা মাসান্তেও বাঁধেনিক চুল।
মধুটুকু বক্ষে পুষি কোনরূপে যাপিল শর্ব্বরী,
রজনীগন্ধার মত ক্ষীণ আশা-বৃন্তে ভর করি'।

নিত্য নিত্য লক্ষ পোত ভিড়িয়াছে তার চিত্ত-তটে
ধরিতে পারেনি এলে কোন্ পোতে সহসা নিকটে।
সংসার-প্রাঙ্গণ তলে এস বন্ধু, ষোড়শ কলায়
অশ্রুহিমধৌত ইন্দু উদি' হেথা অমিয়া বিলায়।
ষোল মধু পূর্ণিমার ফুল্ল ফুলে যত্নে গাঁথা হার
আজি বন্ধু লহ কণ্ঠে,—পদে নমে ষোড়শী তোমার।

হে প্রাজ্ঞ, হে সহৃদয়, আজি অজ্ঞা বঙ্গ-বালিকায়
হেরিতে হইবে শান্ত কৃপানেত্রে স্নেহের ছায়ায়।
ক্ষমিতে হইবে তার ত্রুটিময় প্রিয়বিনোদন,
ভাষায় ভূষায় ভাবে ভঙ্গিমায় দীন আয়োজন।
কুড়ায়ে লইতে হবে ভূমি হ'তে দিতে গিয়ে পায়,
পুলকপ্রকম্পে অর্ঘ্য কর হ'তে যদি পড়ে' যায়।
তুলসীবনের শারী কলরুত শিখেছে কেবলি
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখি ক্ষমো তার স্বভাব-কাকলী।
গুরু গুরু সুখমন্দ্রে ঘনস্পন্দে দুরু দুরু বুক,
স্বিন্ন তনু তনিমায় বিলসিছে রোমাঞ্চ-কঞ্চুক,
সে আজিকে প্রাবৃটের কম্পমানা কদম্বের শাখা
ধীরে দিও পদভার, ওগো শিখি, ধীরে মেলো পাখা।

উপল-ব্যথিতা তন্বী তটিনীটি উপকণ্ঠে যদি,
মূরছিয়া পড়ে, তবে কণ্ঠে টেনে নিও প্রেমোদধি।
প্রেমাবেশে আত্মহারা, যদি নারে কহিবারে কথা,
নীরব বাগ্মিতা তার ক্ষমা কর' স্তব্ধ কাতরতা।

ভাবাবেগে রুদ্ধকণ্ঠ কুম্ভমুখে কলবিম্বসম
অসম্বন্ধ অসন্নদ্ধ অর্দ্ধস্ফুট বাণী তার ক্ষম'।
ক্ষমিও লুলিত দুটী মৃণালের ক্লান্তি অবসাদ
তরঙ্গপ্রহত আঁখি উৎপলের শতেক প্রমাদ।

হে বরেণ্য, হে স্নাতক, প্রেম তব পবিত্র-সুন্দর
ব্রহ্মচর্য্যপূত শুচি শাপ-মুক্ত অমল ভাস্বর।
প্রেম-পৌরোহিত্যে আজি নবোদ্বাহ-কুশণ্ডিকা-যাগ
নিষ্ঠা শুদ্ধি জ্ঞানে দোঁহে রচ' বন্ধু গৃহের প্রয়াগ।
ঢালো পুণ্য মিলনের উষ্ণশীত আনন্দাশ্রুজল
অভিষেক করি তাহে গৃহে বসি লভি তীর্থফল।

পল্লীবালা

পড়িছে ঝলসি' কুন্দ অতসী অনাদরে,
ব্যথিত গন্ধরাজ।
ঝরিয়া শুকায় শেফালিকা আজি নিরাশায়,
কুড়াত যে নিতি সে বালিকা আজি নাহি গাঁয়,
শ্রীফল-পত্র আজি দেব-পূজা উপচার,
তুলসী মাত্র সাজ।
গৃহের লক্ষ্মী দুলালী গিয়াছে পরঘরে
এ-গৃহ আঁধার আজ।

ঠাকুরের সেবা হয়ে গেছে আজ চুপি-চুপি,
সেটা নাহি বটে বাকী।
সরসীর পথে কলসী বাজে নি কনকন,
কোশাকুশী টাটে উঠেনিক ঘাটে খনখন।
প্রসাদী-কুসুম না পেয়ে বাছুর আসে ফিরে
নামায়ে কাতর আঁখি।
পিতা নিজে রচে পূজা আহ্নিক আয়োজন,
চোখ মুছি থাকি থাকি।

খোকাখুকীদের হয়নিক আজ নাওয়া-ধোওয়া
কে তাদের ডেকে পুছে ?
ঘরে ঘরে আজ বাজেনিক মল ঝন-রন,
ভিখারী আসিয়া ফিরিয়া যেতেছে ঘন ঘন।
হরিনামঝোলা হয় না সেলাই ঠাকু'মার,
সূতা যায় না যে সূঁচে,
খুকীটির গালে দাগ হ'য়ে আছে আঁখিজল,
কেবা দেয় বলো মুছে ?

ধূলায় ধূসর ধবলী ফিরিছে দ্বার-দ্বার
গোঠ হতে এসে ফিরে।
কাকে মাছ লয়, ছাগে খেয়ে যায় চাল-ধান,
পায়নিক দাদা আঁচাবার জল, সাজা পান,
ভুলো পুষী মেনী ঘুরে ঘুরে কেঁদে হলো খুন,
গা'র লোম দুখে ছিঁড়ে ;
খাঁচার ময়না পায়নিক আজ জল-ছোলা
গেল গলা তার চিরে।

বসেনি বাড়ীতে বেণী-বিনানোর বৈঠক,
আসেনি পাড়ার দল।
বালিশের তূলা, আকাচা কাপড় ঘরময়,
বাসন পাত্রে জিনিসপত্রে নয়ছয়,
আঙ্গিনার তরু পায়নিক আজ বৈকালে
একটী ফোঁটাও জল।
শিউলিছোপানো শাড়ীখানি হেরি মা'র চোখে
ব্যথা ঝরে অবিরল।

ললিত কোমল ছোট দুটি ভুজলতা বটে,
কম কি ক্ষমতা তার?
তারে পর-করা লোকে বলেছিল দায়-সারা,
ভাবেনিক কেহ অচল এ গৃহ সেই ছাড়া;
সংসার পাতা শিখিবার ছলে নিল সে যে
বহু জীবনের ভার।
আজি এ গৃহের শিশু পশু পাখী তরু লতা
করে সবে হাহাকার।

আহা সে যে কোন অপরিচয়ের মাঝখানে
বন্দিনী দিবা রাতি।
তথা গৃহভরা হাস্যোৎসব-কলরোলে,
আহত নিয়ত ফুলসম নদী-কল্লোলে।
অশ্রু মুছিছে অবগুণ্ঠন অঞ্চলে
নাহিক ব্যথার সাথী,
মা-হারা এ গৃহ কাঁদে হেথা হায় লুটে লুটে
নিভায়ে সাঁঝের বাতি।

পল্লীবধূ

না ধরিতে প্রাচী অরুণ বরণ, না ডাকিতে সব পাখী,
পাড়াপথে ঘাটে সাড়া না পড়িতে, ফুল না মেলিতে আঁখি,
কেগো ঐ জাগি শয্যা তেয়াগি, দ্বারে দ্বারে ঢালে জল,
গোময় মাড়ুলী লেপনে জাগায় সুপ্ত তুলসী তল?
উঠান ছাড়িয়া না উঠিতে রোদ ঘরের পৈঠা 'পরে,
কলস ভরিয়া জল লয়ে কেবা স্নান করে' ফিরে ঘরে?
না বাড়িতে বেলা গৃহ-দেউলের বেদীমার্জ্জন সারি',
ধূসর বসনে কে পশে হেঁসেলে তসর শাড়ীটি ছাড়ি?
কার—লজ্জাশরমই সজ্জা পরম, অন্তর ভরা মধু?
সে যে—ভক্তি-নিষ্ঠা সেবায় শিষ্টা মোদের পল্লীবধূ।

ছেলেপুলেগুলি নাওয়ায়ে ধোওয়ায়ে খাওয়ায়ে করিয়া খুসী,
গুরুজনদের ভোজনের শেষে, অতিথি ভিখারী তুষি',
দিনের অন্ন গ্রহণ করি কে সঙ্গিনীদের দলে,
হাঁসঝটপট খিড়কির ঘাটে মনের কথাটি বলে?
করিয়া সেলাই মশারী দোলাই, সারি কাজ ঝাঁট-পাটে,
পাড়ার মেয়ের খোপা বেঁধে দিয়ে চলে কে দীঘির ঘাটে?
গৃহ-পারাবতে আহারে তুষিয়া খোঁপে খোঁপে কেবা থুয়ে,
সাঁজ দীপগুলি তেল সলিতায় রেখে দেয় মুছে ধুয়ে?
কার—লজ্জাশরমই সজ্জা পরম অন্তর ভরা মধু?
সে যে—দক্ষিণা দীনা, রুক্ষমলিনা মোদের পল্লীবধূ।

সাঁজের বাতিটী জ্বালিয়া আবার বাঁচায়ে আঁচল আড়ে,
তুলসীর মূলে দেবতা দেউলে ঘুরে কেগো দ্বারে দ্বারে ?
উপকথা ক'য়ে, খেয়ে চুম, গেয়ে ঘুম-পাড়ানিয়া গান,
কোলের কুলায়ে আনে কে ভুলায়ে শিশুদের কলতান ?
গুরুজনগণ-চরণ সেবিয়া লভি শুভাশিস্ শিরে
রুগ্নজনেরে ঘুম পাড়াইয়া চলে কে শয়নে ধীরে ?
শ্রান্ত শয়নে সেবারতা কেবা কান্তের পাদমূলে
ক্লান্ত নয়নে গভীর নিশীথে ঘুমঘোরে পড়ে ঢুলে ?
কার—লজ্জাশরমই সজ্জা পরম, অন্তরভরা মধু ?
সে-যে—সন্তোষবতী কল্যাণী সতী মোদের পল্লীবধূ !

নাহি চাপল্য, মুখর ভাষণ, নাহি রাগ অভিমান,
আঁখিপুটতলে অশ্রুসলিলে সব ব্যথা অবসান।
গৃহ কোণে সদা শুভদা বরদা জানিতে পায় না পরে,
অজ্ঞাতবাসে আছেন দেবীরা দাসীবেশে ঘরে ঘরে।
কল্যাণ জপে মৌন মহিমা অবগুণ্ঠন-তলে,
কাহারো অযথা তাড়নায় তার ধ্যান-ধীরতা না টলে।
গৃহকাজে কর হয়েছে কঠোর, ক্ষয় হ'য়ে গেছে শাঁখা,
হলুদ কাজলে সিঁদুর তৈলে সতীর মাধুরী মাখা।
তার—লজ্জা-শরমই, সজ্জা পরম, অন্তর-ভরা মধু,
সেযে—প্রণয়ে সরলা বিনয়ে তরলা সুশীলা পল্লীবধূ।

———

কুড়ানী

কুয়াসায় ভরা পো'ষের বিষম হাড়-কনকনে জাড়ে,
আমীর চাচার খামারে মোরগ না ডাকিতে একেবারে,
চাটাই ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেড়া-কাঁথা গায়ে দিয়ে,
মাঠপানে ধাই ধান কুড়াইতে ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে।
ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি শামুকে করিয়া খুঁটে খুঁটে তুলি ধান,
গোটা শীষ যদি দেখি ভূঁয়ে প'ড়ে উথ্‌লিয়ে ওঠে প্রাণ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা,
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা আঁটিআঁটি বোঝা-বোঝা।
পিছু-পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বা'র করি মোর ঝুলি,
যেটি পড়ে ভুঁয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটী খুঁটে লই তুলি'।
ঠোঁট মুখ গাল জাড়ে জরজর পা'দুটা গিয়াছে ফাটি',
ছুটে আসি যাই কি করিবে বল' মাঠের কুচল মাটি ?
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুরচুর ভরে' যায় মোর ঝোলা।
লোকে কয় "চাষে কি করিবি তোরা ? কুড়ুনী বাঁধিবে গোলা।"
শীত যায়-যায়, ক্ষেতে নেই ধান, ধু-ধু করে সারা মাঠ,
মরমর করে শুক্‌নো পাতায় গাছতলা পথঘাট।
ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝাঁকা লই কাঁখে।
শুক্‌নো পাতায় উঠানে কোথাও জায়গাটুকু না থাকে।
দুপুরে গোবর-ঝুড়িটি লইয়া ফিরি রাখালের পাছে,
বাজে কথা ক'য়ে ঘুরি ফিরি গোরুবাছুরের কাছে কাছে।
বিকালে বেরুই, কাঠ-খড়ি খুঁজি বনে-বনে মাঠে-মাঠে,
পড়্‌শিরা কয়, "শোবে একদিন কুড়ুনী রূপোর খাটে।"

পর্ণপুট

বাদ্‌লা লাগিলে পথে ঘাটে কাদা, নিভে আসে খর তাপ,
তালপাতা দিয়ে বাঁধা চালাটিতে জল পড়ে টুপটাপ।
কাঠকুটো কিছু মিলে না কোথাও, জ্বলে না সহজে আখা,
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে লয়ে ঝুড়ি-ঝাঁকা।
নালীর 'পাউষে' জালিটি পাতিয়ে ব'সে থাকি আমি ঠায়,
চুনোপুটী দুটো আঁচলে গিঁঠিয়ে ফিরি কাদামাখা গায়।

বর্ষা ফুরায় লাউকুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে',
ডোবায় ডোবায় কল্‌মী শুশুনী তুলে' আনি ঝুড়ি করে'।
নালাটি শুকায় কাঁকড়া লুকায়, মাছ ঢুঁড়ে মরা মিছে,
গুগুলি শামুক কুড়িয়ে বেড়াই জেলেদের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ-হা করে' আসে ছুটে,
মোর ভাগে থোয়, লোকে যা'না ছোঁয়, নিতে হয় তহো খুঁটে।
এমনি করিয়া তিলটি কুড়ায়ে তালটি করিয়া জড়,
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি ভরায়ে হয়েছিত এত বড়।

খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে' রয়, বাপমরা মনে নাই,
ঘরটি পুড়িলে পাড়া-পড়শীরা দেয়নিক কেউ ঠাঁই।
কাঁচা আ'লে কারো দেইনা পা আমি, পাকা ধানে কারো মই,
চাকরী করি না ভিখ্‌ও মাগি না এমনি করেই রই।
অনেক বকেছি কুড়ুনী বলিয়া ডেক'নাক মিছে পিছু,
মাঠে যে হাটিলে ঝুড়িটি ভরিবে, ঢুঁড়িলে মিলিবে কিছু।

কৃষকের ব্যথা

এমন ক'রে, কেমন ক'রে আঁধার ঘরে আর
তোমায় ছেড়ে রইব আমি নিয়ে তোমারি ভার ?
দুয়ারে নেই জলের ছড়া—উঠানে নেই ঝাঁট,
বিহানে আর গোয়াল ঘরে করে না কেউ পাট।
গাইয়ের দুধ শুকায় বাঁটে হয় না গাই-দোয়া,
খামার-ক্ষেতে তোমার ধান-খড় যে যায় খোয়া।
গোয়ালে নেই সাঁজাল ধোঁয়া,পড়ে না ঘরে সাঁজ,
মাদুর পেতে কে দেবে ? শুই গামছা পেতে আজ।
বারেক ফিরে এসে
লক্ষ্মী মোর লও গো ভার তোমার ঘরে হেসে।

একটী বাছা কাঁধে যে কাঁদে আরটি রয় কাঁখে,
তিলেক পিছু ছাড়ে না খুকী মাঠেও সাথে থাকে।
ক্ষেতের ধারে খোকাটি হায় নালায় গড়াগড়ি,
সকল কাজে অবুঝ মেয়ে ঘাড়েই রয় পড়ি।
টোকায় করি বিহানে তারা পায় না মুড়ি লাড়ু,
নেইক নাওয়া সময়ে খাওয়া ঘুমটি নেই কারু।
দুপুর রাতে উপুড় হ'য়ে কাঁদিয়া তোমা চায়,
উদুম গায়ে কাঁপে যে জাড়ে দোলাই নাহি পায়।
বারেক ফিরে এসে
তোমার ছেলে লওগো কোলে বদন চুমি' হেসে।

নিড়ানী হাতে আখের ক্ষেতে কাদাতে রই ব'সে,
পায়ের চাপে ডোবে না তুনী কোদাল পড়ে খ'সে।
কাঁদ-কাঁদ' সে কাজল আঁখি মনে যে উঠে জ্বলি,'
ধানের চারা উপ্‌ড়ে ফেলি আগাছা ঝোরা বলি'।
বাড়ীতে ফিরে জিরানো নাই, চড়াতে হয় হাঁড়ি,
যে-কাজ শুধু তোমারে সাজে আমি কি তাই পারি ?
হারাই হুঁস হেঁসেল-ঘরে কিছু না খুঁজে পাই,
ফেনে যে ঢালি নুনের সরা, ডা'লে যে ঢালি ছাই।
বারেক ফিরে এসে
হলুদপোঁছা শাড়িটি পরি' হাতাটি ধরো হেসে।

শান্তিপুরে তোমার ডুরে আঁকড়ি চেপে ধরি',
চোখের জলে অঝোরে ভিজে মেজেয় রই পড়ি।
কার কোমরে সোহাগভরে পরিয়ে দেব গোট,
যার লাগিয়ে আর-ফাগুনে ধরিয়াছিলে খোট ?
মনে যে আসে রোগের মাঝে সকল-সহা মুখ,
পায়ের ধুলো মাথায় লওয়া গুম্‌রে উঠে বুক।
বাদলে ভিজে হাঁটিয়াছিলে উঠানে মোর লাগি,
ফুটিয়া আছে পায়ের দাগ গোলার পাশে জাগি।
বারেক ফিরে এসে
আল্‌তা পরো আর্‌শী ধ'রে খোঁপাটী বাঁধো হেসে।

কৃষাণীর ব্যথা

সুখের এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া,
আজ কোথা তুমি চলে গেলে হায় সংসার আঁধারিয়া ?
ধানে ধানে আজ উঠান ভরেছে, ঠাঁইটুকু নেই আর,
মঙ্গলা আজি ঢালিতেছে দুধ বাছুর হয়েছে তার।
মাচান ছাপিয়ে লাউলতাগুলি ভুঁয়ে লুটে লুটে পড়ে,
পালঙের শীষে শাকের চাকড়া আগাগোড়া আজ ভরে।
সন্ধ্যামনিতে আলো হ'য়ে আছে সারা আঙিনাটি ঐ,
আজ সংসারে সবি ভরপুর, হেন দিনে তুমি কই ?

দুবেলা পাওনি পেট ভ'রে খেতে গিয়েছিল দেহ ভেঙে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেগে।
একমুঠো চাল চিবাতে চিবাতে রুইতে গিয়েছ চলি,
উপোষ করিয়া রাত কাটায়েছ ক্ষুধা নাহি মোরে বলি।
দুপুরের তাতে বাদলের ছাটে খেটে খেটে দিনরাত
মাঠে মাঠে ঘুরে কনকনে জাড়ে করেছ পরাণ-পাত।
সাঁঝের বেলায় হেঁটে হুটে এসে এলায়ে পড়েছ ঘুমে,
রাত্রি কাবার না হ'তে আবার চলেছ খোকারে চুমে।

বাকী খাজনার লাগি জমিদার দিয়েছে যাতনা কত,
মহাজন, দেনা সুদের জন্য গঞ্জনা দেছে শত।
চুপ করে সবি সয়েছ, আহা রে! দুটী হাত জোড় করে'
সকলের কাছে সময় নিয়েছ হাতে পায়ে ধ'রে প'ড়ে।

রোগে প'ড়ে, থেকে সংসার নিয়ে কতই দিয়েছি জ্বালা,
ক্ষুধায় কাঁদিয়ে করেছে ছেলেরা কানদুটো ঝালাপালা।
যাতনা দুঃখ কতনা সয়েছ কথাটি ছিল না মুখে
ফিরে এস আজ ঘরটী তোমার ভরিবে সোণার সুখে।

ঘনায়ে আসিছে সাঁঝের আঁধার নাহি মোর কোন' কাজ,
এ ঘর দুয়ারে পড়েনিক ঝাঁট জ্বলেনি এখনো সাঁজ।
চালের বাতায় ঝিঁ ঝিঁ-পোকাগুলো বুক চিরে চিরে ডাকে,
উঠিতে বসিতে টিক্‌টিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে।
ঐ-খানে আহা পীঁড়ের উপর শুইতে গামছা পাতি'
ঝুলিতেছে ঐ লাঠী, চোঙ, মই, মাথালী, তালের ছাতি।
ঘাটের ধারের বাঁশবন পানে সারারাত চেয়ে কাঁদি,
ঐখান হতে নিঠুর বাঁধনে লয়ে গেছে তোমা বাঁধি।

তেমনি পড়ে গো কাল ছায়া ঐ ভরিয়া বকুলতল,
বৈকালে যেথা এলানো শরীরে চাহিতে ঠাণ্ডা জল।
সাঁজে ভোরে সেই পাখী গুলো ডাকে, প্রাণ আনচান করে,
বেলা হয় তবু গোরুগুলো সব বাঁধা র'য়ে যায় ঘরে,
পথ চেয়ে হায় বসে থাকি ঠায়, জ্বলে না দুপুরে চুলো।
আপন ছেলেরো নাম ভুলে যাই মনটা হয়েছে ভুলো।
মালতী তোমার এসেছে ফিরিয়া শ্বশুরের ঘর থেকে,
খোকা যে তোমার হাঁটিতে শিখেছে, একবার যাও দেখে।

এত সব ফেলি জনমের মত চ'লে যাওয়া কিগো সাজে ?
তবে কিগো তুমি 'প্রবাস' গিয়েছ আমাদেরি কোন' কাজে ?
নায়েব নগ্‌দী পাওনাদারের জোরজুলুমের ভয়ে,
চ'লে গেলে কিগো মনের দুঃখে কিছুই না ব'লে ক'য়ে ?
তাই যদি হয় ফিরে এস তুমি তোমারে সঙ্গে পেলে,
খোকারে লইয়া পালাই কোথাও ঘর-সংসার ফেলে,
ভিক্ষা মাগিব কাঠ কুড়াইব, ফিরিব না আর বাড়ী,
আঁচলের গিঁঠে বাঁধিয়া রাখিব তিলেক দিব না ছাড়ি'।

হা-ঘরে

হা-ঘরে ঐ ঘুরে বেড়ায় সঙ্গে ক'রে গৃহস্থালী,
জীবনজোড়া পুঁজি তাহার বাঁকঝুলানো দুটী ডালি,—
কোলের ছেলে, সাপের ঝাঁপি, ভাতের হাঁড়ি, মাটির থালা,
ডুগ্‌ডুগি আর তেলের চোঙা, সবুজ কাচের কণ্ঠমালা।
আশ্‌মানই তার ঘরের চালা রবিশশীর আলোকজ্বলা,
মাঠ-মরু তার বাড়ীর উঠান, প্রমোদ-ভবন গাছের তলা।
ঝোপের ভিতর জন্ম তাহার পান করে জল ঘাট আ-ঘাটে,
সেইখানে তার রাতের ডেরা যেথায় রবি বসেন পাটে।

কোনো রাজার নয়কো প্রজা দীনদুনিয়ার মালিক বিনে
মুখ চেয়ে সে রয় না কা'রো থাকে না সে কা'রো ঋণে।
সকল বাঁধনহারা সে যে জানেনাক সমাজরীতি,
জীবনপথে লক্ষ্যহারা,—মানেনাক স্বাস্থ্যনীতি।
আজকেরই তার মাত্র পুঁজি ভাবে না তা'ও কাল কি খাবে।
অশ্বমেধের অশ্বসম বিশ্বে আপন বশ্য ভাবে।
যায় না কোনো সদাব্রতে যায় না ধনীর দেউড়ি ঘরে,
তরুতলের অতিথ গাঁয়ে, তাও শুধু এক তিথির তরে।

একটি দিবস গাছের ডালে ঝোলে তাহার ভাতের হাঁড়ী।
গাঁয়ের ছেলে দেখ্তে জমে একটি দিনের তাহার বাড়ী।
ভালুক তাহার হুকুম পেলে কোঁকোঁ ক'রে জরটি আনে,
সাপটি ফণা নত করে' লুকায় ঝাঁপির মধ্যখানে!
জানেনাক ভিক্ষা মাগা চাকরি চুরি প্রবঞ্চনা,
প্রাণের অভাব সব চুকে যায় পেলে পরে একটি কণা।
জীবিকা তার সাপখেলানো নানানরকম বাজীর খেলা,
মনে পড়ায় বাজীর ছলে বিশ্ববাজিকরের মেলা।
কোনো শাসন রুক্ষ ভাষণ পারেনি তায় আন্‌তে বাগে,
সকল আইন হদ্দ হ'য়ে হার মেনেছে তাহার আগে।
পথের সাথীর পতন দেখি থামে না সে যাত্রাপথে,
যুধিষ্ঠিরের মতন চলে স্বর্গে অটল চরণ-রথে।

গ্রাম-পথে

কোন কাজে মন লাগে না জ্বর আসে কাজ কাজের নামে,
নগর ছেড়ে গেলাম আজি বেড়াতে তাই একটি গ্রামে।
পথে যেতে শুন্‌তে পেলাম ছাতপিটানো ধ্বনির সাথে,
গলা ছেড়ে গান গেয়ে সব রাজ-রেজারা হর্ষে মাতে।

এগিয়ে যেতে ডাইনে দেখি ধূলোমাখা ক'জন কুলী,
'হেঁইয়ো জোয়ান' গান ক'রে কি ভারী জিনিস্ ঠেল্‌ছে তুলি।
বাঁয়ে দেখি ঘাঘরা-পরা মেয়েগুলো ঘুরোয় জাঁতা,
গান ধরেছে সমস্বরে তালে তালে দুলায় মাথা।

গঙ্গাতীরে এলাম ক্রমে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাণ্ড হেন,
ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলো গায়ে মনটা হলো হাল্‌কা যেন।
নিলাম আসন ছইএর 'পরে তক্ষণি এক নৌকা ডেকে,
ইচ্ছা হলো আজ বিকালে ঘুরে আসি বনগাঁ থেকে।

নেচে নেচে হেলে দুলে চল্‌ল সে না' নদীর 'পরে,
গান ধরিল মনের সুখে দাঁড়িমাঝি সমস্বরে।
করাতীরা কাঠ চিরিছে নদীর ধারে গাছের তলে,
মনে হলো নাচ্‌ছে তারা উল্লাসে কাঠ চেরার ছলে।

গ্রাম ঢুকতে দেখি কে ঐ নেচে নেচে শান্‌চে কাদা,
নেইক শরম দেওয়াল' পরে হয়ত ব'সে তাহার দাদা।
গাঁয়ে ঢুকে ডাইনে দেখি কামারশালে বাপবেটাতে,
লোহা পেটায়, পেটাক তারা, নাচ্‌ছে কেন মুগুর হাতে?

বাঁয়ে দেখি বেড়ার ফাঁকে নাচ্চে বধূ ঢেঁকির 'পরে,
কাজ আজি তার লাজ হয়েছে, দুলিছে গোঠ তার কোমরে।
নাচের তালে বারবারই তার ঘোমটাখানি পড়ছে খসে',
পথের লোকে যাচ্ছে দেখে, শ্বাশুড়ী তার সাম্‌নে বসে'।

মাঠের পথে দেখি কাঁখে ভরা কলস কাঁকণ-বাজা
পল্লী-বধূ চল্‌ছে নেচে ঘোমটা মাথায়, দুলিয়ে মাজা।
মাঠে গেলাম সেথাও দেখি তফাৎ নাহি একটুখানি,
দুনীর পরে নাচছে চাষী, সিনী হাতে তার কৃষাণী।

এ সব দেখে মনে হলো,—কর্ম্ম শুধু ঘর্ম্ম নহে।
বিশ্বকর্ম্মা বেজায় রসিক তাঁয় বেরসিক মূর্খে কহে।
শ্রমের বুকে প্রেম নাচে গায়, কর্ম্মেরো প্রাণ-মর্ম্ম আছে,
শুধুই সেত ঘামায় নাক, গাওয়ায় গাহে, নাচায় নাচে।

বিশাইঠাকুর শুধাই তুমি সবার বেলায় রসিক হেন,
আমার কাজে বেতালা আর বেসুরো হায় কর্‌লে কেন ?

মেঠো পথে

রাত্রি দুইটার ট্রেনে নেমে মেঠো এষ্টেশনে
তখনি ছাড়িয়া দিনু গাড়ী,
ঘণ্টায় একটি ক্রোশ চলে যদি দুটি মোষ,
সকালেই বাড়ী যেতে পারি।
ঠায় পায় চলে তারা পাচনির নেই তাড়া
সারাপথ চালক ঘুমায়,
আমি শুধু রাত্রি সারা বসিয়া রহিনু খাড়া,
এ নিশীথ ভুলালো আমায়।
সারাপথ অন্ধকার ক্ষীণ আলো তারকার
মাঝ মাঠে তাহাই সম্বল,
চারিদিকে সবই চুপ, প্রকৃতির কালোরূপ
এ কান্তারে করিল বিহ্বল।
ঠেলি ঘন আঁধিয়ারে বাতাস ছুটিতে নারে
ঝিরি ঝিরি বহে সে মন্থর
আউচ ফুটেছে কোথা দিয়ে যায় সে বারতা,
ধীরে ধীরে সন্তরে প্রান্তর।
কভু ওঠে কভু নামে কভু বা ঘুমন্ত গ্রামে
নীরবে প্রবেশে মোর রথ,
'ধীরে—কর' নাক শব্দ' ইঙ্গিতে শাসিছে স্তব্ধ
ঘনধূলাভরা শ্রান্ত পথ।
তেঁতুল গাছের কোলে বেদিয়া বাদুড় ঝোলে
তারা যেন আঁধারেরি ছানা,

চাহিবারে উর্দ্ধপানে তারা মোর দৃষ্টি টানে,
ভয় তারে করেনা ক মানা।
পশ্চাতে প্রান্তর ফেলি নিবিড় তিমির ঠেলি
বনপথে গাড়ী যবে ঢোকে,
নিরুপায়ে মনে হয় অতল রহস্যময়
পাতালে চলেছি নাগ-লোকে।
বনফুল বাসধূপে স্থরভিত শ্বাস রূপে
টেনে লই যেন অন্ধকার,
শুনি করে চেঁচামেচি বটগাছে পেঁচাপেঁচী
থামাইতে ঝিল্লীর ঝঙ্কার।
চন্দ্রালোকহীন নভঃ চন্দ্রাতপ তলে নব
পরিচয় তমস্বিনী সনে।
যেথা দিগ্ দিগন্তরে একেশ্বরী রাজ্য করে,
সে চিত্রটি রয়ে গেছে মনে।
এমন মাধুরীময় আঁধার যে কভু হয়,
স্বপনেও পাইনি সন্ধান,
হেন রূপ তমসার কখনো হেরিনি আর
পূর্ণিমাও তার কাছে ম্লান।
মিথ্যা কথা বলিব না ছিল গূঢ় আশ্বাসনা
প্রান্তরের সে তিমির তলে,
সে যে স্থপ্রভাতখানি গৃহাঙ্গনে দিবে আনি
একখানি বদন-কমলে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে

তোমার ফোঁটাটি বিনে
ললাট আমার করে হাহাকার আজি এই শুভদিনে।
এক পরিবারে তোমার আমার জন্ম হয়নি বটে,
পাইলাম তোমা জীবনধারার প্রভাত-শৈল-তটে।
জ্ঞাতিজাতিকুলে কোন যোগ-ডোরী ছিল না তোমার সাথে,
তোমারি চিন্তা ললাটের তলে তবু জাগে আজ প্রাতে।
ছিলে—তুমি ত পাড়ার মেয়ে,
বাল্য-জীবনে কেবা ছিল তবু 'আপন' তোমার চেয়ে?

আজিকে তোমারে স্মরি
স্বপ্নে বিভোর দু'নয়ন মোর অশ্রুতে আসে ভরি'।
তোমার সাথে যে মনে পড়ে মোর পল্লী-জীবনখানি,
হাসিভরা চোখে সঙ্গীরা পুন দেয় মোরে হাতছানি।
উপায় থাকিলে ফিরিয়া যেতাম মিলিতে তাদের সনে,
করবীকুঞ্জে, নাটমন্দিরে, সন্ধ্যার অঙ্গনে।
আজি—একটি ফোঁটার প্রীতি
জাগায় এ মনে গোটা পল্লী ও সারা বাল্যের স্মৃতি।

আজি হায় অকারণে
কত না তুচ্ছ বাল্যবিনোদ একে একে পড়ে মনে।
মনে পড়ে বুড়ী দিদিমার ঘরে কুলের আচার চুরি,
লাটাইএর সূতা তুমি মেজে দিতে আমি উড়াতাম ঘুঁড়ি।

পুতুলের বিয়ে ভেঙে দিয়েছিনু—সে দিন কী তব শোক!
মনে পড়ে সেই কাতর চাহনি তব ছল ছল চোখ।
আমি—পাড়িতাম কত ফল
গাছের তলায় কুড়াইতে তুমি ভরিতে নীলাঞ্চল।

টানিতে কুয়ার দড়ি
কত বার তুমি এলায়ে পড়েছ—আমি গিয়ে শেষে ধরি।
মনে পড়ে তব নোলক দুলায়ে মুখখানি ভার করা,
বিজয়ার রাতে নমিতে আমায় হাসিয়া লুটায়ে পড়া।
প্রথম যে দিন রাঁধিতে শিখিলে আমারে খাওয়ালে ডেকে,
এক দিন পাকা পেঁপে-ফল পেয়ে আনিলে আঁচলে ঢেকে।
আরো—এমনি কতই ছবি
ললাটের তলে জাগে দলে দলে সহসা মুক্তি লভি'।

সব চেয়ে পড়ে মনে,
আজিকার দিনে যে ফোঁটা কপালে দিতে চুয়া-চন্দনে।
শুচিতায় ভরা নব বাস পরা এলায়ে আর্দ্র চুল,
ভঙ্গী তোমার মম শ্যামাঙ্গী পল্লীরই সমতুল,
নাহি তারল্য, নাহি চাপল্য, সহসা শান্তরূপ—
অন্তরে তব দহিত সুরভি কল্যাণকাম ধূপ—
তারি—ধূম সৌরভ-ভার
ঘন হ'য়ে তব আঙুলে এ ভাল পরশিত তিনবার।

স্মরি যে ভগিনী মোর
আমি যোগাতাম মালিকার ফুল তুমি যোগাইতে ডোর।
কোন' ডোর আজি বাঁধে না তোমায় বাল্যজীবন সনে ?
মুকুলের স্মৃতি একেবারে গেল পরিণত ফল-বনে ?
সারা বৎসর ভুলে থাক বোন ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই—
অজিকার দিনে স্মরিবে না—আরো ছিল যে একটি ভাই ?
এই—বারো বছরের সাথী
কেউ নয় তব—মিথ্যা স্বপ্ন বাল্যেরখেলা-পাতী ?

এ কেমন বোন রীতি
গোত্র-বদলে ভুলে যেতে হবে মৈত্রী-লোকের প্রীতি ?
মিছে দ্বিধা ভয়—ভগিনী-হৃদয় হবে কি কঠোর অত ?
দুহিতারা তব মুকুলিত স্মৃতি জাগাইছে অবিরত।
যেখানেই থাক দ্বার-দেহলীতে ফোঁটা দিও মোর নামে,
স্মরণ-সরণী ধরিয়া সে ফোঁটা পৌঁছিবে যথাধামে।
তব—চুয়ার পরশ স্মরি,
এ ললাট-মরু করে হাহাকার, হে স্বপ্ন-সহচরি !

বাল্যসাথী

শীঘ্র তোমার বিয়ে হবে শুনে হলো বড় আহ্লাদ,
যেমন দুষ্ট, জব্দ হইবে, মিটিবে আমার সাধ।
কথায় কথায় কেবল ঝগড়া, খেলায় দিয়েছ ফাঁকি,
খেলার পুতুল ছুঁলেই অমনি রাঙায়েছ কালো আঁখি।
বেশ হলো এইবার
ঘোমটায় মুখ ঢেকে র'বে চুপ—শাস্তিটি পাবে তার।

বিয়ের দিনটি ঘনায়ে আসিল চারিদিকে আয়োজন,
এয়োদের হুলু কলরব শুনে মাতিয়া উঠিল মন।
নিজ পয়সায় পিচ্‌কারী এক বাজার হইতে কিনে,
রঙ খেলিলাম, ভূত সাজিলাম গায়ে হলুদের দিনে।
ডাকেনিক কেউ মোরে,
বিয়ে-বাড়ীতেই কাটিয়ে দিতাম তবু সারাদিন ধ'রে।

বিয়ের রাত্রে কত খাটিলাম লেখা-জোখা নেই তার,
পাত পাতিলাম লইলাম আম পরিবেষণের ভার।
আসর সাজানো, বাসর সাজানো,—স্মরি হাসি পায় আজ,
ছোট্ট হলেও বড়দের চেয়ে বেশিই করিনু কাজ।
সেদিন প্রথম জানি
খাটায় আমোদ কতই, আমোদে খাটা যায় কতখানি।

পরদিন প্রাতে পাল্কী তোমার চলিল গাঁয়ের মাঠে,
চেয়ে চেয়ে তাই দেখিলাম ব'সে ময়না-দীঘির ঘাটে।

দৃষ্টির সীমা পার করে তোমা বাহকেরা নিয়ে গেল,
পাল্কীর বোল ক্ষীণ হ'তে ক্রমে ক্ষীণতর হ'য়ে এল।
কান্নার অধিকার
আছে যাহাদের এলো তারা ঘরে আঁখি মুছি বারবার।

আমি ফিরিলাম অশ্রু-পাথার কষ্টে চাপিয়া ঠোঁটে,
তখনো শানায়ে বারোঁয়ার স্থর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।
নিমগাছতলে যেখানে তোমার খেলাপাতি আছে পাতা,
একলা পরাণ ভ'রে কাঁদিলাম তরুমূলে রাখি মাথা,
আজিও যাইনি ভুলি,
সাক্ষী তোমার নীরব দরদী খেলার পুতুলগুলি।

জনমের মত খেলা শেষ হলো, বাল্যও হলো শেষ,
ভাল ছেলে হ'য়ে পুঁথিপত্তরে করিনু মনোনিবেশ।
ঢাকিত তোমার ছবি মাঝে মাঝে গণিতের অঙ্কন,
প্রতি ছন্দেই শুনিতাম দূর শানাইএর ক্রন্দন।
খেলা পাতিটির সাথে,
মোর মুখরতা চপলতা তুমি মুছে গেলে নিজ হাতে।

ভুলিয়াছি ক্রমে কালের নিয়মে, তবু আজো মাঝে মাঝে,
বালক-বালারে খেলিতে দেখিলে কোন দূর ব্যথা বাজে।
চীনে করবীরা ফুটে যবে গাছে, ঘুঘু যবে ডাকে ছাদে,
বাল্যের খেলা-পাতিটির লাগি পরাণ আমার কাঁদে।
লক্ষ কাজের ভিড়ে
তোমারো মনে কি পড়ে খেলা-সাথী বাল্যের সখাটিরে ?

ভাদুরাণী এস ঘরে

নিভায়ে তপন সারাটি গগন ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে,
সঘনে গরজি বিজলি চমকে ভ্রূকুটি হানে সে রেগে।
বাদল থেমেছে ভেবে মাঝে মাঝে পাখী কলতান ধরে।
এহেন বাদরে আদরিণী মেয়ে ভাদুরাণী এস ঘরে।

টোপর-পানায় পুকুর ভরেছে কোন খানে নেই ভাঙা,
জলা ব'লে মনে হয় ডাঙাগুলো জলে মনে হয় ডাঙা।
ভুলে ভরা সব, কোথায় ফেলিতে কোথা সে চরণ পড়ে,
এহেন দুপুরে থেকনাক দূরে,—ভাদুরাণী এসো ঘরে।

ঘন বাড়ন্ত আখের পাতায় আলিপথ গেছে ঢেকে,
কাঁকড়া শামুক মাছ ব্যাঙে ভরা নালী গেছে এঁকে বেঁকে।
আজি পাট ক্ষেতে হাতী ডুবে যায়। মন যে কেমন করে,
কাঁদিছে দাদুরী আদরিণী মেয়ে ভাদুরাণী এস ঘরে।

বনপথ-তল হয়েছে পিছল, ডুবেছে ঘাটের সিঁড়ি,
গোরুগুলো বাঁধা গোহালে গোহালে কৃষাণ আসিছে ফিরি।
বাদলা বাতাসে ভূতের মতন ঝাউগাছগুলি নড়ে,
কি বিপদ্ আনে কখন কে জানে? ভাদুরাণী এস ঘরে।

কুকুর ধুঁকিছে ঢে'কিশালে শুয়ে ময়না ঝিমায় শিকে,
কুণ্ডলী বাঁধি উঠে ঘন ধূম চাল ফুঁড়ে চারি দিকে।
বাবুইএর বাসা তালগাছ হ'তে ছিঁড়িয়া পড়েছে ঝড়ে,
যুঁইবন হায় কাদায় লুটায়, ভাদুরাণী এস ঘরে।

হাত পেতে আছে ছেলেরা, ভাজিছে মা তাদের তালবড়া,
বালিকারা মিলি আড়াআড়ি করি গাহিছে তোমার ছড়া।
ঘরের সাঙায় কপোত ঘুমায়, বসে না চালের' পরে,
নীড়ের বাইরে কেউ নেই আজ ভাদুরাণী এস ঘরে।

আসিয়াছে ঢল, খেয়াঘাটে গোটা প্রহরে জমিছে পাড়ি,
পাল তুলে শত নৌকা চলেছে,—কোথা কোন দেশে বাড়ী?
উচাটন মন তোমা সারা খন চারিদিকে খুঁজে মরে,
কোথা ডামাডোল বেধেছে কে জানে? ভাদুরাণী এস ঘরে।

ভোজের ডাকে

নেমতন্ন বোসেদের বাড়ী,
খুদু যায় মধু যায় ও পাড়ার যদু যায়
ঘোষেদের রাধু বিধু ছুটে তাড়াতাড়ি।
গ্রামের বনেদী ধনী রায় বাবুদের ননী
আছে বসে নেমতন্নে যাবার আশায়,
রাত হ'তে, নেই ঘুম লাগায়েছে মহাধুম
দাপায়ে লাফায়ে কেঁদে সবারে হাসায়।
তিনটা বাজিয়া গেলে দলে দলে সব ছেলে
চলিয়াছে ভোজবাড়ী, পড়িয়াছে ডাক ;
সাটিনের জামা গায়ে রাঙা জুতাজোড়া পায়ে
বাহির হয়েছে ননী ক'রে বড় জাঁক।
হেন কালে হায় হায় বাপ এসে ধমকায়,
'বোসবাড়ী নেমতন্নে যাস্ তুই বুঝি,
ওরা কি খাওয়াবে আর ? দিন চলা তাও ভার,
মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা ওদের ত পুঁজি।
চলেছিস্ সন্ধ্যাকালে মেতে যে ছেলের পালে ?
দেখিনি এ রায়-বংশে এমন পেটুক।
বুঝেছি মেয়েরা তোরে পাঠায়ে দিয়াছে ধরে,
অবেলায় ভাত গিলে করুক অসুখ।
ভোজ পেলে ফের নাচা ? বাড়ীতে কি নেই বাছা ?
বল দেখি পাস্‌নাক কি জিনিস খেতে ?

ফলমূল ক্ষীর ছানা নিত্যি কত খাবি খা' না,
কাল ত পোলাও মাংস খেলি বাপু রেতে।
কি খেতে তুই না পাস্ পরের বাড়ী যে যাস্ ?
রোজ-রোজ হয় ভোজ তোদেরি বাড়ীতে,
রুইমাছ ঝুড়ি ঝুড়ি রাশ রাশ লুচি পুরী
সন্দেশ আসিছে নিতি হাঁড়িতে হাঁড়িতে।'
বিষম প্রমাদ গণি কেঁদে গড়াগড়ি ননী
মাটিরে জানায় তার ক্ষুব্ধ কাতরতা,
পিসীমা আসিয়া তোলে বলে তারে লয়ে কোলে,
ছেলে মানুষের সাধ, যাক, সেকি কথা !'
ননীর বেদনা যাহা কেহ নাহি বুঝে তাহা
কেন তার সাজগোজ এত ধুমধাম,
জোর ক'রে ধরে যারে খাওয়াইতে হয় তারে
পিতা কিনা দেন আজ পেটুক দুর্নাম !

বেণেদের মধু যায় সেনেদের যদু যায়,
পাড়ার সবাই আজ যেতেছে যেথায়,
কি কারণে কি দোষেতে সেখানে পাবে না যেতে
ননী যে তাহার কিছু খুঁজিয়া না পায়।
সেখানে সবার সাথে মিলেমিশে কলা-পাতে
কড়কড়ে ভাত খাওয়া বসিয়া উঠানে,
সে আনন্দ সে উল্লাস হৃদয়ের সে উচ্ছ্বাস
মিলিবে সে দিন কিগো বাড়ীর দালানে ?

খাইয়া আপন ঘরে নিত্য বটে পেট ভরে
কবে মিলিয়াছে হায় বুকভরা সুখ ?
সেথা চেয়ে চেয়ে খাওয়া না চাহিতে ঢের পাওয়া
চেয়ে না পাওয়ার মাঝে কত যে কৌতুক।
সে সুখের মধু-স্মৃতি হৃদয়ে জাগিবে নিতি
বারোমাস রসনায় রহিবে সঞ্চিত,
সে আনন্দ সবে পাবে ননী সুধু বাদ যাবে,
ননী শুধু বিনা দোষে রহিবে বঞ্চিত ?

কাণে গুঁজি দুটি পান বড়ই দয়ার দান
এলানো কোঁচাটি তার বাম হাতে ধ'রে
পুকুরে আঁচানো হায় কত যে আনন্দ তায়
ভোজের বাড়ীর গল্প যার কোলে চড়ে—
একটি দিনেরো তরে বসিয়া ধূলির' পরে
ঘুচায়ে বনেদী জাঁক বাধা ব্যবধান,
পাড়ার সবার সঙ্গে মিলে মিশে রসরঙ্গে
নিজেরে ভাবিতে পারা সবার সমান,—
তাহাতে যে কত সুখ নাচায় এ কচি বুক,
এখন পিতার তাহা স্বপনের মত,
সে কথাটি বুঝিবার শকতি নাহি যে আর,
সরল শৈশব তার বহুদিন গত।

পল্লী-কবি নীলকণ্ঠ

পল্লীমা'র উল্লাসী দুলাল !
তব লীলানিকেতন বঙ্গপল্লীবৃন্দাবন। কদম্ব, তমাল
নীরদমেদুর ব্যোম, ফুল্লকুঞ্জ, পূর্ণসোম, শ্যামসরোবর,
তোমারে করেছে কবি, কূজনগুঞ্জনমন্দ্র নদীকলস্বর
শিখা'ল গাহিতে তোমা। নগরের জনসংঘে চাওনি আসন,
আদেশ ইঙ্গিতে রাজসংসদে করনি কভু ত্রিতন্ত্রী বাদন,—
তবু তুমি শ্রেষ্ঠ কবি। শ্যামা বঙ্গ-জননীর অন্তরঙ্গ জন
সকলেরি প্রতিবাসী, সন্ধ্যার সুহৃৎ কবি, একান্ত আপন।
যোগায়নি' গ্রন্থ তোমা নিত্য নিত্য কবিত্বের বৈচিত্র্যসম্ভার,
তোমারি অঙ্গনতলে চিরমুক্ত নিসর্গের সুষমা-ভাণ্ডার।
নহ তুমি শিল্পিমাত্র, অনুশীলনের ফল করনি সঞ্চয়,

মধুত্থ-কুসুম নহে গীতি তব, দ্রোণ-পুষ্প,—সে যে মধুময়।
বিশ্বের ললাট ঘেরি কতবার ঘনঘটা ছেয়েছে প্রবল
চমকেনি তবু কভু তব কাব্যনভোনীল—চির অচঞ্চল।
জগতের জ্ঞানসত্রে মত্তোৎসবে করনিক তুমি যোগদান,
একতারা করে ধরি গঙ্গাতীরে করিয়াছ হরিনাম গান।
তোমার সঙ্গীত-রমা পরস্ব কৃত্রিম ভূষা করেনি সম্বল,
অমণ্ডিত অঙ্গে তার তরঙ্গিত নৈসর্গিক লাবণ্য তরল,
নাহি চন্দ্ররাজ্ঞীগণসম অঙ্গে অগণন ভূষণের ভার,
নীলকণ্ঠ-প্রিয়াসম আছে পূত সতীতেজোদৃপ্ত রূপ তার।

মহাসমিতির মাঝে গীতি তব শতকণ্ঠে হয়নি উদ্‌গীত,
পাঠ্যশালা, নাট্যশালা, রঙ্গমঞ্চ, তব কাব্যে হয়নি স্তম্ভিত,
তবু তুমি শ্রেষ্ঠ কবি। শুনি মোরা ভক্তিভরে দিবস-নিশীথে
তব গীতি বাটে মাঠে গোপীযন্ত্রে, রাখালের বাঁশের বাঁশীতে
পল্লীগোঠে হাটে ঘাটে গো-শকটে জেলেদের তালডিঙ্গি' পরে,
ওগো কণ্ঠ। কণ্ঠ তব ছুটে চলে গ্রামান্তরে কান্তারে প্রান্তরে।

কর্ম্মশ্রান্ত কৃষকেরা ও-গীতিধারায় নেয়ে হয় ক্লান্তিহারা,
মাঠ হতে তব গানে পল্লীর প্রেমিক দেয় প্রেমিকারে সাড়া।
ও-গানে অতিথ্য যাচি' সান্ধ্য-পান্থ গ্রামপথে জানায় প্রবেশ,
ভিখারীসম্বলধন কৃপণেরো বুকে করে কৃপার উন্মেষ।
প্রফুল্ল মধুর মেধ্য অই গানে স্বেদসিক্ত ক্লেদতিক্ত শ্রম,
খর্জ্জুর-তরুর অঙ্গে ইক্ষুদণ্ড মাঝে হয় রসের উদ্গম।

অন্ধকার বনপথে একাকী যাত্রীর ওযে একান্ত সহায়,
দিনান্তের উপাসনা, গ্রামান্তের ঘরে ঘরে ডাকে দেবতায়।
এ-বঙ্গের গোষ্ঠে গোষ্ঠে রচিয়া রেখেছ তুমি নব বৃন্দাবন,
কণ্ঠে কণ্ঠে নেচে ঘুরে বেণুকরে নীলমণি নন্দের নন্দন।
নীলকণ্ঠ, মণ্ডিয়াছ শিখণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের মোহন চূড়ায়,
তোমার বিতত শিখাচ্ছত্র ছায়ে বঙ্গভূমি সতত জুড়ায়।
হে বিশ্বরাজের সভাগায়ক, চারণ-কবি, অর্চ্চি ও চরণ,
তোমার অক্ষয় সুরে শুনি আমি এ বঙ্গের বক্ষের স্পন্দন।

পল্লীর ঘাটে

একরাশি এঁটো বাসনের মাঝে একলা পা দুটি মেলে,
খিড়কির ঘাটে নূতন বৌটি নয়নের জল ফেলে।
বাসনের ভার সামলানো দায়, নামিতে পিছল ঘাটে
পাথর বাটিটি পড়ে ভেঙে গেছে ঠেকিয়া তালের কাঠে।
দশ পয়সার পাথর বাটিটি বয়সে জীর্ণ এবে,
তায় কোণ ভাঙা তুচ্ছ জিনিস, একটু দেখিলে ভেবে।
দুইটি টুকরা জোড়া দিয়ে বধূ অঞ্জলি-পুটে ধরি!
ঝাপ্‌সা চক্ষে চেয়ে আছে আহা মুখখানি নত করি।
হেরিছে অভাগী জমা লাঞ্ছনা বাটির মুকুরপুটে,

অম্ল খাবার বাটিটি ক্রমেই লোনা জলে ভ'রে উঠে।
ভাবে ব'সে হায় লাগে নাকি জোড়া কোন মন্ত্রের বলে!
কোন গুণী এসে সহসা যদি বা জুড়ে দেয় কৌশলে।
শ্বশুরবাড়ীতে আসিবার আগে কেন লয় নাই শিখে,
কি দিয়ে জুড়িলে জোড়া যায় ভাঙা পাথরের বাটিটিকে।
দেবতায় ডাকে অভ্যাস-বশে দেবতা বাঁচাবে যেন,
বাটিটা ভাঙিল, পড়িয়া তাহার মাথা ভাঙিল না কেন?

বড় অভিমানে দেবতার পানে চেয়ে অভাগিনী কাঁদে,
"বল ভগবান্ হাত কেঁপে গেল কোন গূঢ় অপরাধে?"
একবার ভাবে নূতন একটি কিনে এনে এরি মত,
কোণা ভেঙে যদি চালানো যাইত তাহ'লে কেমন হ'ত।

কোথায় পয়সা ? কেবা দেবে এনে ? কোথায় মিলিবে বাটি ?
সময়ই বা কই ? সকলি স্বপ্ন ভাঙাটাই শুধু খাঁটি।
পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিতে কেমন লাগিছে ভয়,
একবার ভাবে বাপের বাড়ীতে পালালে কেমন হয়।
কোন পথে যাবে ? কারে সাথে পাবে ? না-না—তা' অসম্ভব,
ভাঙা বাটি ঘেরি ভাবনা-জনতা তুলে নানা কলরব।

হাঁসগুলি ঘেঁষে ঘাট পানে আসে ঘনাইয়া মমতায়,
পাখীরা নীরব, বাঁশ বনে বেজি করুণ নয়নে চায়।
ভুলো লেজ নেড়ে জানায় বেদনা জিভ ঝুলে পড়ে তার,
থম থম করে দুপুর বেলার খিড়কি পুকুর ধার।
ফুলের গরবে মাথা উঁচু ক'রে ছিল যে কলমী লতা,
মুষড়িয়া পড়ে ঝলসিয়া সেও জানায় মমতা ব্যথা।

সবাই ব্যথিত, মা বলিয়া বালা ডাকে যারে ফিরি ঘুরি,
সেই শুধু তার হৃদয় চিরিতে শানায় রসনা ছুরি।
পাথরের বাটি ভেঙে যায় যদি একটু চরণ টলে,
পাথরের হৃদি ভাঙে না গলে না বধূরো নয়ন-জলে।

ভূতো বাড়ী

ওরে জীর্ণ পল্লীসৌধ, অঙ্গে তোর ধরেছে ফাটল,
কড়িগুলি পড়-পড়, কোন দ্বারে নাহিক আগল,
বুজে গেছে পাতকূয়া—ঘরে ঘরে জমাট জঞ্জাল
খসে' গিয়ে চূণবালি প্রকটিত ইটের কঙ্কাল।
লূতাতন্তু-যবনিকা বাতায়নে করিছে বিরাজ,
অহি-নকুলের তুই সংগ্রামের রঙ্গভূমি আজ।
মেলেছে অশ্বত্থবট মূলজাল বলভির' পরে,
শিয়াল-কাঁটার বনে শিয়ালেরা ঐক্যতান ধরে।
দীর্ণবক্ষ শীর্ণদেহ কত বর্ষা ঝঞ্ঝাঘাত সহি,
এখনো দাঁড়ায়ে তুই উৎসবের শতস্মৃতি বহি।
গাত্রে বসুধারা দাগে, দেহলীতে সিন্দুর চন্দনে
মঙ্গল বাসরগুলি চিহ্ন রেখে গিয়াছে জীবনে।
কক্ষে কক্ষে বক্ষে তোর কত হাস্য প্রমোদের মেলা,
কত শঙ্খ-হুলুধ্বনি শিশুদের কত নৃত্য খেলা,
ধূপদীপে অধিবাস, নান্দীমুখ, বাসর শয়ন
কুট্টিমে কুট্টিমে কত তরুণীর নূপুর নিক্কণ,
আজি সবি স্মৃতিসার বৃথা আর কার তরে শোক?
যারা হেথা সুখে ছিল তারা আজ নগরের লোক।
উড়ে গেছে পারাবত, চামচিকা করিছে চীৎকার,
চলিয়া গিয়াছে লক্ষ্মী রেখে গেছে পেচকেরে তার।
জীবন্ত মানুষগুলো গেছে তোরে অনাথ করিয়া,
মৃতেরা ফিরেছে বুঝি প্রেতরূপে, মমতা স্মরিয়া।

বাল্য-সখা

ওগো আমার বাল্য-সখা গুলি
কেমন ক'রে তোমাদেরে আজ্‌কে থাকি ভুলি ?
কেউ বা আছ লোকান্তরে ধরার ধূলায় কেউ,
কেউ বা কাতর জীবন্মৃত, গুণছো শোকের ঢেউ।
কেউ বা আজি গাঁয়ের পুরুত, কেউ বা গাঁয়ের চাষী,
একবেলা কেউ পাচ্ছ খেতে কেউ বা উপবাসী।
কেউ বা পিওন পোষ্টাফিসের, কেউ বা গেছ রেলে,
কেউ বসেছ মহকুমায় দোকানখানি মেলে।
সভ্য লোকের সখ্যে আজি হতাশ হয়ে মরি,
আজ তোমাদের স্মৃতির সুধায় নয়ন আসে ভরি'।

তোমরা কেহ হওনি জানি বড়,
নামের শেষে পারোনি হায় করতে হরপ জড়,
পিতৃধনের শ্বশুরপণের হওনি অধিকারী
নাম তোমাদের বুক ফুলিয়ে কর্‌তে নাহি পারি।
তাই তোমাদের ভুলে গেলাম যৌবনেরি প্রাতে,
দোস্তি হলো কেতাবী আর খেতাবীদের সাথে।
কেউ বা তাদের আজকে হাকিম্‌ কেউ বা ব্যারিষ্টার,
কেউ এডিটর, কেউ নটবর, কেউ বা প্রোফেসার।
দিনে দিনে বুঝ্‌ছি আজি বন্ধু কেহই নয়,
তোমাদের আজ স্মরণ করি' চক্ষে ধারা বয়।

আজকে বুঝি তোমরা ছিলে কি যে,
পূর্ব্বস্মৃতি কাঁপছে শীতে আঁখির জলে ভিজে।
খালি পায়ে আদুল গায়ে গাঁয়ের মাঠে বাটে
ছুটাছুটি, সাঁতার কাটা ময়না-দীঘির ঘাটে,
আটচালায় সেই পাঠশালাতে নাম্‌তা ঘুষে মরা,
বর্ষাদিনে মেঘের ডাকে আঁকড়ে বুকে ধরা।
আম-কুড়ানো শিল-কুড়ানো যাত্রা-শুনার ধূম,
কোজাগরের রাতে কারো নেইকো চোখে ঘুম।
পল্লীপথের সঙ্গী সাঙ্গাৎ আজ তোমাদের স্মরি'
বকুল-ছায়ার মাধুরীতে পরাণ উঠে ভরি।

আজ তোমাদের বুকের কাছে পেলে,
হারানো ধন আঁকড়ে ধরি আবার বাহু মেলে।
আমার মত শ্রমের ভারে ক্লান্ত শিথিল দেহ,
কেউ বা রোগে শীর্ণ কাতর কন্যাদায়ে কেহ,
বইতে নাহি পারি তবু সইতে পারি সাথে
বক্ষে করে' রাখতে পারি দুঃখশোকের রাতে।
চাইনা খ্যাতি চাইনা খাতির, স্নেহের ফকীর আমি,
ভরসা আশার ভালবাসার কাঙাল অবিরামই।
লক্ষ্মীছাড়ায় ক্ষমা করি ডাক দিয়ে লও ফিরে,
ঝঞ্ঝাহত পাখীরে ঠাঁই দাও তোমাদের নীড়ে।

মজুরের গোহারি

বাবু সাহেব দিচ্ছ ধুমুক,—দাও
আমরা তাতে মোটেই কাতর নই,
জুতো মেলেও সইতে হবে তা'ও
নই ত কিছু জুতোর নফর বই।
মারো ধরো যতই বক' কেন,
মজুরীটা কম করো না যেন,
নগদ সেটা চুকিয়ে দিও, রাখলে বাকী সত্যি কাহিল হই,
ইচ্ছামত দিচ্ছ ধুমুক তাতে বাবু মোটেই কাবু নই।

সস্তা ছিল সত্যি বটে আগে
টাকায় ছিল মজুর গোটা ছয়,
একটাতে আজ এক আধুলি লাগে
এটা তোমার সহ্য কি আর হয় ?
জামা জুতো— সাবান বোতল ঘড়ি,
চশমা চুরুট চেয়ার টেবিল ছড়ি,
গিন্নিমাদের গয়না এত,এ-কি সবই হালী রেওয়াজ নয় ?
পেটের দাবী সয় না শুধু ? নতুন নতুন খরচা এত সয় ?

এক টাকাতে চৌদ্দ পোয়া দুধ
টাকায় যা' হায় কিনতে বারো সের ;
কর্জ্জ নিলে লাগছে কত সুদ
অনেকে ত পাচ্ছে তারো টের।

চাল ডাল তেল ময়দা চিনি নুন,
মাঘ্যি দ্বিগুণ কেউ বা চতুর্গুণ,
দাম দিয়ে ত কিনছ সবি, সবের তরেই করছ খরচ ঢের,
এতই যদি সয়, স'বে না পেটের দাবী কেবল আমাদের ?

ভাব্‌ছ বুঝি মুনিশ খেটে মোরা
মজুরীটা নিচ্ছি বেশী দরে,
ভাব্‌ছ, বুঝি কিন্‌ব হাতী ঘোড়া
কিংবা টাকা রাখ্‌ব জমা ঘরে।
ভাব্‌ছ বুঝি পর্‌ব জুতো জামা,
খাবো মিঠাই মোণ্ডা ধামা-ধামা,
শাক-ভাত-নুন তাই জোটে না, রাক্ষুসে পেট কেমন করে' ভরে ?
নাই ত বাগান জমি জমা, কিন্‌তে যে হয় সবই চড়া দরে।

বিচার করো একটু সদয় হ'য়ে,
ঘরের খবর ভাব্‌লে এ বুক ফাটে—
পিঠে ছেলে পেটেও ছেলে ব'য়ে,
মেয়েগুলোও খাটছে মাঠে মাঠে।
পেটের জ্বালায় রোগের জ্বালাও ভুলি'
আট বছরের ছেলের হাতে তুলি'
দিইছি পাঁচন, কাঁখে ঝুড়ি গোবর কুড়ায় বুড়ী মা মোর মাঠে,
তবু সবার পেট ভরে না, আধ-পেটাতে অনেক রাতই কাটে।

দুধের ছেলে কাঁদলে রোয়ারই
ক্ষুদের মাড়ে ভুলাই আহা তাকে,
"কালকে খাবি" বড়গুলোয় কই
আধেক রাতে ক্ষিদেয় যখন ডাকে।
তাদের তরে লুকিয়ে রেখে ভাত,
'বাড়ীর ওরা' শুধুই কাটায় রাত,
ছল দিয়ে সে পেটের জ্বালা, গামছা দিয়ে লজ্জাটুকুন ঢাকে,
বলার কথা নয়ক এসব, ব'লে কি ফল? বল্‌ব বলো কাকে?

বল্‌ছ 'ব্যাটা বেজায় ছোট লোক'
সত্যি ছোট—'টম'ও তোমার বড়,
বাবু তারো জয় জয়কার হোক্‌
মজুরীটার একটা রফা কর'।
সারাটি দিন ফেলি মাথার ঘাম
চাচ্ছি কি তার বেজায় চড়া দাম?
আক্রা সবই, রইবে শুধু বুকের রক্ত সস্তা এমনতর?
সবই তোমার সহ্য হলো, মানুষ হ'তে সবই হলো বড়!

কুসুম-শয়ন

আজি সখি, আমাদের কুসুমশয়ন।
মধুগন্ধে ভরপুর বায়ু বয় ফুর-ফুর,
হিয়া ছুটি ছুর-ছুর,—অলস নয়ন!
আজি সখি আমাদের বিলাস-শয়ন।

আজি যেন সৃষ্টিছাড়া, সর্ব্ববাধাবন্ধহারা,
রসাবেশে মাতোয়ারা আ-লুলিত তনু,
ভুলি সব দুখ জ্বালা চৌদিকের ঝালাপালা,
অলির শিঞ্জিনী দিয়া রচ ফুলধনু।
কাঁটা যদি রয় ফুলে ব্যথা তার যাও ভুলে,
কাননে কাঙাল করি কর লো চয়ন।
আজি প্রিয়ে আমাদের কুসুম-শয়ন।

কিংবা আজি রঙ্গভরে কৌমুদী-তরঙ্গ' পরে
বাহিয়া সেফালি-ঘন রাজহংস-তরী,
কল্প-সুষমার দেশে চল সখি যাই ভেসে
যোজন-গন্ধার গন্ধ-পথ অনুসরি',

আফিমফুলের ডোর ঘনাইবে ঘুম ঘোর,
পরীরা পাখার বায়ে উড়াবে অলক,
বুলায়ে শিরীষ-ফুল, ভুলাবে তন্দ্রার ভূল
নয়ন-পলাশে পুনঃ জাগাবে পলক।
বকুলমালিকা টুটি' চুলে র'বে শির ছুটি
কদম্বের উপাধান করিবে বহন।
আজি সখি আমাদের কুসুমশয়ন ॥

মানস-কুমুদবনে চলো যাই সন্তরণে
সোমকান্তস্বিন্ন নীরে অচ্ছোদ-তড়াগে,
মিলাইব চখাচখী বারিচর সখাসখী,
বউ কথা-কও গাবে সুরভি বেহাগে।
কিংবা চল ছুলি গিয়া তারাকুঞ্জদোলে, প্রিয়া,
আকাশকুসুম দিয়া ছু'হাতে ছড়ায়ে।
চন্দ্রমল্লী-সীধুপানে চকিত চকোর-গানে
বিধুপরিবেষ গায়ে পড়িব গড়ায়ে!
ত্যজি ধরণীর সাজ এস সখি এস আজ ;
মুকুল-ছুকূল দিব করিয়া বয়ন।
আজি সখি আমাদের কুসুমশয়ন ॥

প্রথম বিরহ

তুমি চলে গেছ রাণি,
শেজখানি আজি হয়নিক তোলা, শূন্য এ ফুলদানি।
কুন্তল-বন-সৌরভে তব এখনো এ গৃহ ভরা,
জাগিছে তৈল আল্‌তায় তব দেহলী চিত্র-করা।
সিঁদুর টীপের কৌটা আরশী সব খোলা আছে পড়ি,
চুলের ডোরীটি চিরুনী তোমার ভূঁয়ে যায় গড়াগড়ি।
তব পদরেখাআঁকা
এ আঙনে প্রতি রেণুকণা যেন তোমার মমতা মাখা।

আজি তুমি গৃহে নাই,
যে-কোন শব্দ শুনিলে লুব্ধ-নয়নে ফিরিয়া চাই।
দূরে রুনঝুনি যেন শুনি শুনি চারিদিকে তোমা খুঁজি,
মনে হয় সবি এলোমেলো হেরি এখনি ফিরিবে বুঝি।
যবে কাছে ছিলে দণ্ডের মত প্রহর কেটেছে মম,
দণ্ড আজিকে এই বন্দীর প্রহরি-দণ্ডসম।
কেমনে বল গো রই
তোমার চরণচিহ্নে পাবন এ ভবনে তোমা বই ?

তব স্মৃতি গৃহময়,
ঘর ছাড়ি তাই, তব স্মৃতি পুন সে ঘরেই টেনে লয়।
আজি মনে হয় কত অবসর বৃথায় গিয়াছে চলি,
বলা হয় নাই, কত কথা হায়, করিয়াছি বলি-বলি।

কপোতকূজনে গৃহখানি যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে,
হুহু করে উঠে ধুধু মনোমরু, ঘুঘু যত ডাকে ছাদে।
গৃহের লক্ষ্মি মম !
এ গৃহ বিজয়া পরদিনে যেন ব্যথিত দেউল সম।

কিশোরী প্রিয়া

কিশোরি, করেছ যেন পলিত ধরারে পুন ললিতকিশোরী !
জাগে সে উল্লাসে ভরা, জড়তা জীর্ণতা জরা সকলি বিসরি।
অঙ্গের মাধুরী অঙ্গে শাপ-মুক্তা হাসে রঙ্গে কুব্জার মতন।
সবি যেন রাঙা-রাঙা কচি-কচি ঢল-ঢল পেলব চিকণ।
কুঞ্চিত শিথিল চর্ম্ম কাঞ্চন-মরীচি লভি লাবণ্যে মঞ্জুল,
গালভরা হাসি হেসে ধরা আজি সখীবেশে বাঁধে যেন চুল।
কৈশোরের বেণুবীণে ভৈরবী বোধন, শুভ বিভাসী মূর্চ্ছনা,
জাগা'ল প্রেমের অর্ঘ্যে বনগিরিপ্রান্তরের অন্তর-ব্যঞ্জনা।
চললাস্যে কলহাস্যে ফেনিল উচ্ছল মম বাসনা অধীর,
তটভূমি চুমি চুমি সুরাতরঙ্গিণী সম করিল মদির।
কন্বাশ্রমে শকুন্তলা-সম যেন জরা ভেদি জাগিল যৌবন,
সমগ্র নিখিল হলো রসে গন্ধে ছন্দে অলিমুখর মৌ-বন,
আজিকে গিরিশ্রী যেন গৈরিক বসন ত্যজি বধূসজ্জা করে,
পরিয়া ময়ূরকণ্ঠী, আজি তার সব শিলা লীলারূপ ধরে।

প্রত্যাবর্ত্তন

তোমার সাথে মিল্‌তে হেথা, লো কিশোরি, তোমার তরে
আবার আমি এলাম ফিরে ছেলেবেলার খেলার ঘরে।
কথায় কথায় মান অভিমান,
একটুতে বয় দুই চোখে বান,
কাঁদ্‌তে গিয়ে হেসে ফেলি তেম্‌নি আবার লীলা-ভরে,
কাজের বোঝা হাল্‌কা হ'লো আবার তোমার খেলাঘরে।

যৌবনের এই শৈলপথে বছর দশেক এলাম নামি,
ধূলাখেলায় হেলাফেলায় তোমার পাশে গেলাম থামি।
জ্ঞানগরবের গুল্মবাধা—
জটিলতার গোলকধাঁধাঁ,
বিদ্যামোহের আলোকলতার বাঁধন ছিঁড়ে কেটে আমি
তোমায় নিয়ে খেল্‌তে প্রিয়ে বছর দশেক এলাম নামি।

কুসুম আবার মুকুল হ'ল, জুড়াইল তৃষার জ্বালা,
দোলাইলে আমার গলে আবার কুমুদ-মৃণাল-মালা।
কুণ্ঠাদ্বিধা-চিন্তাবিহীন
সরল মধুর ফির্‌ল সে-দিন,
পিছন হ'তে চোখ টিপে মোর ধর্‌লে যেদিন চপল বালা,
আবার কিশোর-কিশলয়ে ভর্‌ল বাণীর বরণ-ডালা।

অলির প্রতি কুসুম

এস কালোবঁধু মম গাহি গান, প্রিয়তম,
নিশিদিন ডাকি যে তোমায়,
ফুল-জীবনের সার তারুণ্য, লাবণ্য-ভার
স্বকুমার এ কৌমার দিতে তব পায়।
রূপ আছে আছে রস, রয়েছে গন্ধের যশ,
আছে স্পর্শ শীতল মধুর,
নাহি স্বর নাহি গান ম্লানমৌন মূক প্রাণ,
রেণুঘন শ্বাসে তাই ব্যথায় আতুর।

পাখার পরশ দিয়া দাও তনু কণ্টকিয়া
কেশর-রোমাঞ্চে কর এ হৃদি চঞ্চল,
গাহি গুন-গুন গান বিকল এ মূকপ্রাণ
মুখর করহে সখা রভস-বিভল।
তুমি বিনা সবই ছার যৌবন হয়েছে ভার
লালিত্য, লুলিত তার ওগো কালোবঁধূ,
সৌরভ পীড়িয়া প্রাণে রৌরব যাতনা আনে
কালকূট হয়ে দহে পরাণের মধু।
কাব্যের বৈভব বহি আর কতকাল রহি
কবি বিনা সবি যে ম্লায়।
সঙ্গীতের উপাদান অঝঙ্কৃত মৌন ম্লান,
দাও স্বর দাও প্রাণ তায়।

নীরব এ নাট্য-শালা, বৃথা তায় দীপ জালা,
গান বিনা অলস স্বপন,
এত ঋদ্ধ আয়োজন বিনা হৃত্ত প্রিয়জন
তারাহারা যেন দুটী অরুণ নয়ন।
কালার বাঁশরী বিনা পিয়ারী মলিনা দীনা
ফুলের দোলনা তার ধূলায় লুটায়,
কালো জলদের বাণী না মাতালে হৃদিখানি
কলাপী রূপের ছটা বিলাপে গুটায়।

কালো কোকিলের গীতি বিনা, শিশিরের স্মৃতি
কে ঘুচাবে কাননের মর্ম্মের মর্ম্মরে?
বিনা দুটী কালো আঁখি, শুধু লোধ্রেরেণু মাখি
আরক্ত কপোল কভু প্রিয়-মন হরে?
কালো দীঘিটির বারি তাপজ্বালাদাহহারী,
কালো ছাড়া উপায় কোথায়?
কুসুম-কৌমার-চোর, এস কালোবঁধু মোর
আপনারে সঁপি তব পায়।

প্রেমের স্মৃতি

কিশোরপ্রীতির মধুর স্মৃতি লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
চম্‌কে উঠে যখন তখন, মানসতলেই সুপ্ত রয় ;
পেয়রাগাছের ফাঁকে ফাঁকে,
পায়রাগুলোর ঝাঁকে ঝাঁকে,
পল্লীপথের বাঁকে বাঁকে, বকবাতাবির কুঞ্জবনে,
পিউতানে, যুঁইশিউলিবাগে সে প্রেম জাগে গুঞ্জরণে।

কিশোর ভালবাসার আলো লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
লতায় পাতায় বনের পথের যথায় তথায় গুপ্ত রয় ;
সাঁজপূজনীর শাঁখের ডাকে
নোলক নাকে, চপল আঁখে,
লুকোচুরি খেল্‌তে থাকে দীঘির বাঁধা ঘাটটি ভরি'
বালকবালার খেলাধূলায় বেড়ায় পাড়ার বাটটি ধরি'।

বোশেখ মাসের অশোকতলায় হোলীর দিনে রাসবাড়ীতে,
পাথর-পূজার পৌরোহিত্যে, শিশুপাঠের মাষ্টারীতে,
পূজার দিনে আটচালাতে,
দীপান্বিতায় দীপ জ্বালাতে,
সাঁজের দ্বারে জলঢালাতে যে বীজ বুকে উপ্ত হয়,
অঙ্কুরিত রূপটি তাহার লুপ্ত হ'য়েও লুপ্ত নয়।

বয়ঃসন্ধি

কৈশোর-কোরক হ'তে অয়ি প্রিয়ে সহসা কখন
যৌবনের শ্রীসম্পদে মধুমদে হ'লে বিকসিত !
কবে গেল ছদ-দল কেশরের কুণ্ঠিত কুঞ্চন
সর্ব্ব অঙ্গ অকস্মাৎ কণ্টকিয়া হলো হরষিত !
জীবন-গহনে তব, পুষ্পময় ধনুখানি ধরি
সহসা পশিল কবে সংগোপনে প্রথম নিষাদ,
উঠিল চকিত রোল কোলাহল তপোবন ভরি',
একসঙ্গে বিহঙ্গেরা চমকিয়া ঘোষিল সংবাদ।
জানি না কখন কবে জীবনের গূঢ় কক্ষতলে
সাফল্য সূচনা হলো সংগোপন পরাগের দলে।

অয়ি ইন্দ্রায়ুধময়ি, স্বপ্নঘোরে জানি না কখন
বর্ণ হতে বর্ণান্তরে বিলসিয়া করেছ প্রয়াণ।
সুসংবৃত হ'য়ে এল ও তনুর শিথিল বসন,
সংযত হইয়া এলো চলগতি কলহাস্য-তান।
আত্মহারা চরণের চপলতা কবে সংগোপনে
হরণ করিল আঁখি সন্তর্পণে পারিনি ধরিতে।
শিথিল বিতান কবে উন্মদ উদাস সমীরণে
মঞ্জুল বর্ত্তুল হ'লো জানি না ও হৃদয়-তরীতে।
ক্ষীণ কবে হলো পীন, ধনী হলো যাহা ছিল দীন,
একতারা কবে হলো রাতারাতি সাত-তারা বীণ।

বুঝি সে ফাল্গুন নিশা জ্যোৎস্নাময়ী। দক্ষিণ সমীরে
উড়িয়া পড়িয়াছিল হেলাভরে বক্ষের অঞ্চল,
সেই অবসরে পুরে নব নৃপ প্রবেশিল ধীরে
অতর্কিত কৈশোরের গেল তায় সকল সম্বল।
বিনা রণে নিল জিনে তার রাজদণ্ড-সিংহাসন,
লীলাসহচরগণ ত্রস্ত হ'য়ে দাঁড়াল সরিয়া,
লাজে ভয়ে সসঙ্কোচে অন্তঃপুরে নর্ম্ম-সখীগণ
লুকাইল ত্রস্ত পদে, ফুল-খেলা রহিল পড়িয়া।
ধরিতে নারিনু কবে বিদ্যালোভী চোরের মতন
মর্ম্মের সুড়ঙ্গ-পথে অলক্ষিতে পশিল যৌবন।

যে দিন কৈশোর তব চিরতরে লইল বিদায়
তোমার জীবন-কুঞ্জে দৃশ্য আহা হইল কেমন ?
উঠিল কি হাহাকার শোকরোল বিরহ-ব্যথায়
মাথুর যাত্রার দিনে বৃন্দাবন বিধুর যেমন ?
সেদিন কি নেত্রে তব অলক্ষিতে ফুটেছিল জল ?
অজানা রহস্য-ভয়ে অন্তর কি হইল আকুল ?
রচিতে রচিতে নব যৌবনের বরণ-মঙ্গল
কেবলি কি হতেছিল সেই দিন পদে পদে ভুল ?
জানি না কখন কবে কৈশোরের তৃষাহরা মধু
যৌবনের সীধু হলো জ্বালাময়ী, অয়ি প্রাণ-বধূ।

পাহাড়িয়া প্রিয়া

ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় তুলসী-কুঞ্জে কি দিয়ে তুষিব তোমার হিয়া ?
কোথা বীর-তরু তমাল নমেরু দেবদারু চারু নীপ ?
পলাশ-শ্রীর ললাটের 'পরে কোথা সে চাঁদের টীপ ?
শিরীষ-বালার অলক দুলায়ে পবন হেথা না ফুরে,
মহুয়ার বনে মাতিয়া হেথায় মৌমাছি নাহি ঘুরে।
বনদেবী হেথা শৈলসোপানে এলায় না তার বেণী,
কোথা দিগন্তে তরঙ্গায়িত তুঙ্গ গিরির শ্রেণী ?
হেথা শিলাজতু গলায়ে ঝরে না গেরুয়া উৎসবারি।
সিকতা-হৃদয় বিদারি এখানে ভরেনাক কেহ ঝারি,
কোথায় উদার অবাধ জীবন ভূধরের পাদমূলে !
চপল চরণে কোথা ছুটাছুটি গিরিনদী-কূলে-কূলে ?
ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় বঙ্গ-অঙ্গনে তব কি দিয়ে তুষিব হিয়া ?

ওগো পাহাড়িয়া বালা
বল্লীবলয় ভুজে তব, গলে কূটমল্লিকা-মালা।
প্রকৃতি হেথায় সুকৃতির রূপে বেঁধেছে কুটীরখানি,
আলিপনাআঁকা ছায়ামণ্ডপে এস গিরিবনরাণী।
পূর্ণ কুম্ভ তব মেখলায় পাণি-বন্ধন যাচে,
কম্বু হেথায় তব চুম্বন আশায় আশায় আছে।
ফুল বল্লরী-ভূষা পরিহরি ভবন-ভূষণ পর'
টান' শির 'পরে লাজ-গুণ্ঠন, শঙ্খবলয় ধর'।

আঁক' সীমন্তে সিন্দূর-রেখা, বাঁধ' কুন্তলরাশি,
হোক্ অচপল চরণযুগল, সংযত হোক্ হাসি
পিঞ্জরে হেথা পড়িয়াছ বাঁধা গিরিকুঞ্জের পাখী,
হরিণ-নয়নে ঘেরিয়া বেড়িল শত তরুণীর আঁখি।
ওগো পাহাড়িয়া বধূ,
হরিত পর্ণপুটে আনো গিরি-প্রকৃতি-হৃদয়-মধু।

মুক্তি

(১)

এস সখি মুক্তি-লোকে, রুদ্ধ গৃহ মাঝে
বাহিরে খুলিয়া যত সংসার-শৃঙ্খল,
হেথা এস মুক্ত শ্লথ সুষমার সাজে
বিগলিয়া কর্ম্মক্লান্ত যৌবন তরল।
এলায়ে গুণ্ঠিত কুণ্ঠা মুকুলিত লাজ,
ফুটে উঠ' গ্রীবা-বৃন্তে চম্পার মতন।
রাখি উপাধানতলে সর্ব্ব ভূষাসাজ,
পর' প্রেমকল্পতরু-সঞ্জাত ভূষণ।
হেথা হৈম সিকতায় মাণিক্য-সন্ধানে
মন্দাকিনী-তটে খেলা রভসে হরষে,

কভু বা অঙ্গের ভূষা রাখিয়া সোপানে
অবিশ্রান্ত জলকেলি অচ্ছোদ-সরসে।
ইহ-স্মৃতি হারাইয়ে, গৃহের নন্দনে
এস প্রিয়ে, লভ' মুক্তি নিবিড় বন্ধনে।

(২)

উঠ সখি জাগ' জাগ' পোহায় রজনী,
মৃদঙ্গে উঠিছে দূরে কুঞ্জভঙ্গ-গান।
ভোরের বৈরাগী পথে বাজায়ে খঞ্জনী
টহল গাহিয়া দিল টলাইয়া প্রাণ।
সুপ্তি-সুষমার সুখ-স্বপ্নপুরী হ'তে
গৃহাঙ্গনে ফিরে এস, ওগো মায়াময়ি,
ভিড়াও মানস-তরী কর্ম্মতটপথে
বিলাস-তরঙ্গ ত্যজি, অসম্বৃতা অয়ি।
আলোকে পুলকে মেলি আঁখির পলক
আলুলিত যৌবনেরে করিয়া সংহত,
মুছি তন্দ্রালস আঁখি, গুছায়ে অলক
শিথিল তনুরে কর শাসন-সংযত।
ধীরে ফেলি পাদযুগ লাজসঙ্কুচিত,
অলিন্দ অঙ্গন পুনঃ কর পঙ্কজিত।

অপরাধ কার ?

মিছে সখি ধরো অপরাধ।
না চাহি আপনা পানে মিছামিছি অভিমানে
দোষ ধ'রে রোষভরে ঘটাও প্রমাদ।
জান নাকি কোন দিন নহে অলি লোভহীন ?
তপ আচরিতে সেত ঘুরে না কাননে।
মধু-গন্ধে পুলকিয়া রূপ-ভাতি ঝলকিয়া
কমল ফুটালে কেন অমল আননে ?
যেন পক্ক বিম্বফল রসভরা ঢল-ঢল
কেন এত মনোহর অধর রতন ?
শুকের কি উপবাস ? শুধু কি ভুখের শ্বাস ?
ক্ষুধা যে জীবন-ধর্ম্ম তাহা কি নূতন ?
পড়িয়া জলের কাছে এ মীন কেমনে বাঁচে ?
সে কথা জানিয়া, সখি, কেন কর ছল ?
আঁখিপুট-তটভরা শ্রান্তি-জ্বালা-ক্লান্তিহরা
ছায়া-ঘেরা স্বচ্ছ বারি কেন টল মল ?
এটা সখি কার ভুল ? চুঁয়ায়ে মহুয়া ফুল,
লাবণ্যে আনিলে কেন বারুণীর বান ?
যদি তায় অবশেষে এ মক্ষী যায়লো ভেসে
কেন দোষ ধর' ? তার কতটুকু প্রাণ ?
মিছে দূষ' অধীরতা কেন তব বাহুলতা
সাতপাকে জড়াইল এই তরুশাখা ?

চকোরে শাসিছ বৃথা, গৃহ ভরি, শুচিস্মিতা
দন্তরুচি-চন্দ্রিকায় বিরচিয়া রাকা।
নিয়ত ঝঙ্কৃয়মান বাণী, বীণাবেণুতান,
মানস-কুরঙ্গ সেত অবোধ সরল,
অতিলোল প্রাণ তার ও কটাক্ষ বজ্রসার,
হানে যে নিশিত শর নয়ন তরল।

নখের ভাতিতে যদি ফুটে গুল নিরবধি
বুলবুল আঁখি মুদি বসিবে কি তপে ?
সুলভ সম্মুখে তার রূপশিখা অনিবার
শলভ সাধে কি আর তনু মন সঁপে ?
দুর্ব্বল দীনের ঘরে এ সব কিসের তরে ?
লিপ্সার অপ্সরোলীলা কেন অনুখন ?
পদে পদে অপরাধ নিতি যদি পরমাদ,
তবে কেন অকুণ্ঠিত মুগ্ধ আয়োজন ?

মিলনোৎকণ্ঠিতা

চুলগুলো সই অমন ক'রে বাঁধিস না আজ টেনে
অমন খোঁপা বাসে না সে ভালো,
গঙ্গাজলী ডুরে-খানা দে'—না পুঁটী এনে
মানায় কি আজ দেহে বসন কালো ?

নখের' পরে আলতার টিপ দিস্ না পায়ে ধরি,
পরতে যেন করেছিল মানা,
কাঁচপোকাটিপ কাজ নেই বোন সিঁদুরটিপই পরি,
কি চায় সে যে আছে আমার জানা।

বছর ধরে' নেইক দেখা, হুঁস হলো তার আজি,
হা সই আজি কখন হবে সাঁজ ?
ছ'মাস হ'তে গুণছি যে দিন, দেখছি শুধু পাঁজি,
মুখ তুলে কি চাবেন হরি আজ ?

ছ'মাস হতে 'যাচ্ছি যাবো', আচ্ছা নিঠুর স্বামী,
বল্‌তো লো বোন কিসে জীবন ধরি ?
যতক্ষণ না দু'চোখ মেলি দেখছি তারে আমি,
ততক্ষণ তার ভরসা কি আর করি ?

প্রাণে কত ধুক্‌-পুকুনি,—কত যে সংশয়
দেখে কি আর প্রাণটা কভু খুঁজে' ?
দগ্‌দগি এ হিয়ার ভিতর নিত্য নূতন ভয়
পুরুষমানুষ ভাবে কি আর বুঝে ?

যাক্‌গে সে সব বুঝাব তায় আজকে নয়ন-জলে,
নারীবধের পাপীরে বোন পেয়ে,
মুখখানি আজ সারারাতি রেখে চরণতলে
তুলব না আর, দেখবনাক চেয়ে।

নইলে দিদি বলিস্ যদি কইব না তায় কথা
পিছু ফিরে মুখ ফিরায়ে রবো,
বে-দরদী,—বুঝে না যে অভাগিনীর ব্যথা,
তার কাছে, বোন, নরম কেন হবো ?

বলছি বটে, তেমন করে' কেমন করে' রই ?
আসছে সে যে বছরখানেক পরে,
দূর প্রবাসে হয়ত বড় কষ্টে ছিল সই,
একবারে সে যদিই গলা ধরে ?

বলছি যে সব হয়ত কিছুই হবেই নাক কাজে,
কেমন যেন লজ্জা করে বড়,
অনেক দিনই হয়নি দেখা, হয়ত আবার লাজে
হবো নতুন বউটি জড়সড়।

হয়ত অনেক রোগে ভুগে শরীরখানা ক্ষীণ,
ছুটী আগে পায়নি কোন মতে,
অনাহারে হয়ত আহা আসছে সারাদিন
হয় ত অনেক কষ্ট পেয়ে পথে।

আজকে আমার মাথায় যেন ঘুরছে হাজার জাঁতা,
প্রাণে বলক উঠছে এমন কেন ?
শোন্ না কেমন বুকের কাছে আন্ না সখি মাথা,
ঢেঁকির মুষল পড়ছে বুকে যেন।

হাত-পা কাঁপে চল্‌তে গিয়ে পড়ছি কেবল টলে',
রকম দেখে নিজেই মরি লাজে,
আয় ননদি, মাথা আমার রাখিলো তোর কোলে,
পায়ে ধরি ডাকিস্ না আজ কাজে।

হাজার হাজার নৌকা যে আজ ভিড়ে মনের তটে,
কানের ভিতর হাজার হাজার গাড়ী,
প্রতি পায়ের শব্দে কেমন ভ্রান্তি কেবল ঘটে,
মা ব'লে অই এলোই বুঝি বাড়ী।

হাসিস্ না বোন দাঁড়া আগে আসুকই সে ফিরে
আর কি শুধু আসার আশায় ভুলি,
হাসিস্ এখন দেখিস যেন আমার নয়ন-নীরে
নাহি তিতে তোদের আঁচলগুলি।

সুযাত্রা

তেরস্পর্শ রিক্তা মঘা একে একে সবত গেল চলে'
যাত্রা করার আজ শুভদিন পাঁজি দেখে পুরুৎ গেলেন বলে'।
সকাল হতে মনটা খারাপ বাক্স-তোষক হচ্ছে বাঁধা ছাঁদা,
ডাকাত যেন নিচ্ছে লুটে, ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে বড় দাদা।
এত অসুখ, কেমন করে' বলো
আজকে তোমার দিনটা শুভ হলো ?

জান্‌লাফাঁকে প্রিয়ার আঁখি ফিরায় মোরে কেবল পিছু ডেকে,
প্রণাম-কালে মা কেঁদে কন "এদুটো দিন গেলি না বাপ থেকে ?"
আধ' আধ' কথায় খোকা বলে 'না-না' আঁকড়ে' ধরে' ছুটে,
চাইতে পিছে সজল চোখে বুকটা যেন গুমরে গেল টুটে।
আজকে তবু সুদিন যদি হলো,
হায় জীবনে কুদিন কারে বলো ?

বৃষ্টি কি ঝড় এম্নি কিছু একটা আসে, হয় না যাওয়া শেষে,
চলতে পথে ভরসা মনে ফিরায় যদি দৌড়ে কেহ এসে।
গাড়ী না পাই বাড়ী ফিরে শুনি হেসে প্রিয়ার পরিহাস !
গাড়ীটি হায় দাঁড়িয়ে আছে গেলই ছেড়ে আমায় ক'রে গ্রাস।
পেলাম গাড়ী, দুর্য্যোগও না হলো,
সুদিন তবে কেমন করে' বলো ?

দিনে ও রাতে

আমি—দিনের মরু পার হ'য়ে যাই কিসের আশে আশে ?
রাতে—চিকুর ছায়ার শান্তি তরে বাহু-লতার পাশে ;
ধূলায় মলায় ক্লিন্ন স্বেদে
সারাদিনের দুঃখ খেদে
ধৌত করে' ফেল্‌ব বলে' তোমার প্রেমোল্লাসে।

সারা—দিনের প্রহর জুড়ায় আমার রাতের মধু যামে,
প্রিয়ে—শ্রমের শিরে তোমার প্রেমের শান্তিধারা নামে।
বঞ্চনা ভুল দিবসভরা,
লাঞ্ছনা লাজ তপ্ত ত্বরা,
সবই উড়ে পলায় দূরে তোমার মলয়-শ্বাসে।

যদি—রাতে তোমার সোহাগ, তেজে প্রাণ নাহি দেয় ভরে',
খর—দিনের তাড়ন আলোর পীড়ন সই বা কেমন করে' ?
নিশার প্রবোধ পুরস্কারে
শ্রমোৎসাহ উষায় বাড়ে
রাতের চুমাই শ্রান্ত প্রাণের সকল ব্যাধি নাশে।

যত—অরসিকের মেলায় দিনে এ কান ঝালাপালা,
রাতে—তোমার বাণীর সুধায় জুড়ায় তাহার ক্ষুধাজ্বালা।
ঐ অধরের জ্যোছ্‌না আশায়,
রৌদ্রে সহি রুদ্রতৃষায়,
দিনের দাহন সহি প্রেমে গাহন অভিলাষে।

সমস্যা

তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?
অঙ্গলতা গন্ধশোভায় আছেই সদা মুঞ্জরি'।
আল্‌তা কোথা পর্‌বে তুমি ?
ধরণী—ওই চরণ চুমি,
শিউরে উঠে ভুঁই-চাঁপাতে, ভ্রমর আসে গুঞ্জরি'।
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

চুম্বনাতুর বিম্বাধরে তাম্বূলীরস সয় কি কেহ ?
অঙ্গরাগের ঠাঁইটি কোথা ? গুল্‌বাগই যে তোমার দেহ।
হিরণ ক্ষোভে হবেই মাটী
হোক্ না কাঁচা, হোক্ না খাঁটী,
কুণ্ঠা-লাজে কাঁকন চুড়ি কাঁদবে রুনু ঝুন্ করি'।
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

কাজল বৃথা পরবে কোথা, ও চোখে কি সাজবে ভালো ?
কাজল হ'তে উজল আরো যুগল ভুরু অনেক কালো।
চাঁচর চিকন চুলে প্রিয়ার
ঝাঁপটা সীঁথি মানায় কি আর ?
ধরার ভূষণ পরবে পরী অ-মৃত রূপ গুণ ধরি ?
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

চির মিলন

তোমার সনে নয়ক আমার নূতন পরিচয়,
অনন্তকাল বাস্‌ছি ভালো এম্‌নি মনে হয়।
মোদের মিলন দেখেই বুঝি
কপিল ঋষি পেলেন খুঁজি,
সূত্র তাঁহার,—প্রকৃতি আর পুরুষ সমন্বয়।

মোরা যখন ছিলাম শুধু মূর্চ্ছনা-সঙ্গীত,
মোদের পরিণয়ে ছিলেন ব্রহ্মা পুরোহিত।
তারপরে সে দেশবিদেশে,
নূতনরূপে নূতন বেশে,
জন্মে জন্মে হচ্ছে মোদের মিলন-অভিনয়।

যুক্ত ছিলাম হয়নি যখন পরিণয়ের প্রথা,
হয়ত তুমি মহীরুহ—হয়ত আমি লতা।
হয়ত চখা এবং চখী,
নয়ত বনের সখাসখী,
আজকে মোদের মানব-সমাজ পত্নীপতি কয়।

মানুষ মোদের ঘুচায়নি এই ক্ষণিক ব্যবধান,
মিলায়েছে সেই সনাতন চির যুগের টান।
সেই সৃজনের আদি হতেই,
হইনি ছাড়া কোন' মতেই
'তুমি' বলেই ভালবাসি, স্বামী বলেই নয়।

দেহের মিলন

দেহের মিলন মাঝেই মোদের প্রেমের হলো জয়,
এই মিলনই কর্‌ল তারে অনন্ত অব্যয়।
অশরীরী চিত্তযুগল জান্‌তনা আ-নন্দ অমল,
জান্‌তনাক তৃপ্তি, ছিল কেবল তৃষাময়।

দ্বৈতবনের মিলনে আজ হরষধারা ছুটে,
হাজার হাজার রোমাঙ্কুরে কুসুম উঠে ফুটে।
যে সাধ ছিল কোন্ স্বপনে, দুইটী দেহের আলিঙ্গনে
সফল স্বজন হয়ে তা' আজ জাগাল বিস্ময়।

দেহের মিলন-মৃণালে প্রেম, কমল হ'য়ে হাসে,
চারি চোখের নীল গগনে চাঁদ হয়ে সে ভাসে,
মুক্তবেণীর ধারার মত চল্‌বে এ প্রেম অবিরত,
বিশ্বপ্রেমের পারাবারে শেষে তাহার লয়।

অমর করে' রেখে যাব এই মিলনের ফল,
হাজার গানে মুখর হবে মিলন-মঙ্গল।
এই মিলনের ইতিকথা তত্ত্ব-নিদান গভীরতা,
মনঃশিলায় লিপির রূপে রহিবে অক্ষয়।

পূর্ব্বরাগ

কী আয়োজন হলো সখী তোমায় পাওয়ার আগে,
সে সব কথার আলোচনা আজকে ভাল লাগে।
আঙ ল বেড়ি আঁচল খানি জড়াইতে হৃদয়রাণী—
সে কি নহে সাতটি পাকের জড়ানো ইঙ্গিত ?
আল্‌তা পায়ের আঙ ল দিয়া মাটীর পরে দাগ কাটিয়া
কি লিখিতে ? সে ভাষাজ্ঞান আছিল কিঞ্চিৎ।
কি দেখিতে হাতের নখে নোওয়ায়ে নয়ন,
নখ-মুকুরে দেখতে মোদের এ ভাবী জীবন ?

দিনের মধ্যে একশতবার নানা ছুতোয় দেখা,
সেই বয়সেই নানান ছলই ছিল মোদের শেখা।
সবার সাথে হইত কথা তোমার সাথেই নীরবতা।
অনেক বারই আঁচল বায়ের পরশ পেতাম গায়ে।
উচ্চগলা আসত নেমে উচ্চহাসি আসত থেমে
দৌড়ে চলা বন্ধ হতো বাধত আঁচল পায়ে।
সখীই হতো তিরস্কৃত, ছিল আমার জানা
সখীর প্রতি সে ভ্রূকুটী আমার পানেই হানা।

ফিরতে তুমি ঘাটের পথে চরণ-চিহ্ন এঁকে,
পা ফেলিতাম সিক্ত মাটির দাগটী দেখে দেখে।
প্রতিপদ-ক্ষেপেই রাণী শিউরে উঠত অঙ্গখানি,
তোমার আমার একঘাটেতেই আগে পিছে স্নান।

শিউলিগুলি জড়ো ক'রে রেখে দিতাম অনেক ভোরে,
তাই ছিল মোর তোমায় আমার শরৎপ্রাতের দান।
সখীর কানে কি বলিতে কিছুই নাহি জানি,
ভঙ্গী দেখে বুঝে নিতাম প্রসন্নতার বাণী।

প্রাণেপ্রাণেই চেনা ছিল তোমার শাঁখের ধ্বনি,
সুপ্ত আমার প্রেম-দেবতার সে যে জাগরণী।
এক কথা বেশ আছে মনে ভুলব না তা এই জীবনে,
সাঁঝ পূজনির প্রসাদ-বিলি হেমন্ত-সন্ধ্যায়।
দিতে আমায় হাতটী নড়ে' গেল প্রসাদ ধুলায় পড়ে'।
ঠেকাইলাম মাথায়, হেসে তুলে নিলাম হাতে।
নিশ্বসিত পরশ তোমার লাগল আমার গায়ে,
সারা রাতির ঘুম গেল মোর আনন্দে হারায়ে।

সখীর সাথে দাড়িমছায়ে খেলাপাতির ঘরে
পুতুলপালন করতে তুমি পরম সমাদরে।
তাহার মাঝে সাম্‌নে পড়ি দিতাম রসভঙ্গ করি'
ফেলে তুমি পলাইতে সাজানো সংসার,
কি বলিতে রুষ্ট বচন শুন্‌তে আমি পাইনি তখন,
আজকে বুঝি কি অভিশাপ দিতে বারংবার।
তোমার সাথেই খেলাপাতি পাততে হ'লো প্রিয়ে,
বাল্যখেলায় যোগ দিয়ে তাই দিচ্ছি পুতুলবিয়ে।

চোখের জল

প্রবাসে ফিরিতে হবে, একে একে ফুরাইল ছুটি
কাতর-নয়নে নব প্রেয়সীর ধরি করদুটি
কহিলাম,—'প্রিয়তমে, চলিলাম দাও গো বিদায়।
পাইতেছ বড় ব্যথা, নয় প্রিয়ে ? নাই যে উপায়
যেতে হবে, মনকষ্টে থেকনাক ফিরিব সত্বর
কাঁদিও না"। মনে পড়ে শুষ্ক কণ্ঠে করিলে উত্তর,—
"কষ্ট কি ? স্বচ্ছন্দে র'ব, পত্র শুধু দিও মাঝেমাঝে,
বধূর অঞ্চল ধরি পুরুষের থাকা কভু সাজে ?
বিদায় দিতেই হবে, তার তরে নাটুকে কাঁদন
আসে না আমার চোখে।" খুলে নিলে বাহুর বাঁধন
আবার বলিনু,—'মনে মাঝে মাঝে পড়িবে-ত প্রিয়ে
মোর কথা ?' 'তাহা আর পড়িবে না ? কাজ কর্ম্ম নিয়ে
সারাদিন র'ব ভুলে। পত্র কিন্তু মাঝে মাঝে দিও।
দুয়ারে তৈয়ারী গাড়ী, আর দেরী করিও না প্রিয়
মিছামিছি ! অই শোন বারবার ডাকিছেন মাতা,
ব্যস্ত ত্রস্ত পিতা দ্বারে, অই ঘরে আছে ঘটপাতা
প্রণাম করিয়া যেও।" এত বলি করিল প্রণাম
প্রিয়া মোরে। ক্ষুণ্ণ মনে দীর্ঘশ্বাসে বিদায় নিলাম।
হায় রে নিষ্ঠুরা নারী। যাত্রাপথে দাঁড়ায়ে উঠানে
একবার চাহিলাম উপরের বাতায়ন পানে
শেষ দেখা দেখিবারে ! দেখি চোখে দরদর ধারে
ঝরিছে প্রিয়ার অশ্রু—মুছিতেছে তারে বারেবারে

অঞ্চলের প্রান্ত দিয়ে। হেরি তাই এই ভগ্নবুক
নাচিয়া উঠিল হর্ষে। তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া মুখ
প্রণমি পিতার পদে—করিলাম শুভযাত্রা মোর,
আনন্দ-পাথেয় হলো প্রেয়সীর নয়নের লোর।

সম্বল তাহাই শুষ্ক এ প্রবাসে। সেই দৃশ্য স্মরি'
সর্ব্ব গ্লানি সর্ব্ব জ্বালা সকল বেদনা দূর করি।
নিষ্ঠুর পুরুষ হায়, প্রেয়সীর তপ্ত আঁখি জল
উল্লাস গৌরব সহ দেয় তার সাধনায় বল।

ভূষণ

চেয়েছিলে ভূষণ, প্রিয়ে, ভূষণ সবি সঙ্গে আছে।
আছে হৃদয়-মঞ্জুষাতে আছে আমার অঙ্গে আছে।
আজকে বুকের রক্ত দিয়ে, আল্‌তা দিব পরাইয়ে,
সোহাগে সই দুলিয়ে দেব চুমার নোলক নাকের কাছে॥

রচিব হার একটা হাতে, মেখলাটি অন্যটাতে—
তোমার কাণে প্রেমের গানে রচিব দুল নূতন ছাঁচে।
পায়ে দিব হিয়ার নূপুর, বাজবে প্রিয়া ঝুমুর-ঝুমুর,
ভূষণ প'রে দেখ্‌বে বয়ান আমার দুটী নয়ান-কাচে।

সম্পূর্ণতা

গগনে কোটি তারকা হ'য়ে তোমার পানে চাহিয়া রই,
পরাণ ভরি নিরখি কোটি নয়নে,
গহনে কোটি কোরক হ'য়ে স্ফুটন-ব্যথা নীরবে সই,
তোমার তরে রচিতে ফুলশয়নে।

অযুত নদীলহরী হয়ে চরণে লুটি তাথৈ—থই,
চিকন চারু চিকুর হই ও-শিরে।
তোমারি স্বেদ অপনোদনে মধু-পবন-জীবন বই,
তনুতে অনুলেপন হই উশীরে।

অশ্রু হয়ে গণ্ডে দুলি,—হাস্যে ফুটি আস্যে অই
পুলকে উঠি কণ্টকিয়া হরষে,
ঘুমালে তুমি স্বপন হয়ে জাগিয়া তোমা ঘেরিয়া লই,
আবেশ মোহে মূরছি রই উরসে।

তোমার প্রতি অণুটি চাই। ইহ-জীবনে লভিনু কই ?
শরীরী হয়ে তোমারে, সতি, লভিনি,
বাসনা তাই তনুটি তব ভূষিতে পুড়ে ভস্ম হই,
মরিয়া লভি করিয়া তোমা যোগিনী।

চির-তরুণী

তব মনোবন মাঝে কার বীণাবেণু বাজে ? বলগো প্রিয়া,
কে তোমারে চুপে চুপে রাখে নব নব রূপে সঞ্জীবিয়া ?
কোন চিরসুন্দরী নিতি তুলে মঞ্জরি' প্রতিমা তব ?
অবিরত মধু ক্ষরে আলসে এলায়ে পড়ে অলি যে পিয়া।

সেই মুখে হাসি রাশি সেই ভালবাসাবাসি, মানসহরা,
একই সেই তনুমন একই কথা অনুখন আকৃতি ভরা,
তবু যা যখন লভি, মনে হয় যেন সবি সরস নব,
কে রহি ও-অন্তরে সদা ফুল-খেলা করে তোমারে নিয়া ?

কল্প-লক্ষ্মী

'চিত্রিত' তব নেত্র ভ্রূ-লতা বদনখানিতে, বধূ,
দিল 'সঙ্গীত' বীণা-ঝঙ্কৃত তোমার বাণীতে মধু।
চুম্বনে পেয় ও-অধরে ঘন কিবা 'কবিতার' রস,
বিনোদ-বেণীতে 'বয়ন'-বিলাস, গ্রীবা গায় তার যশ।
গতি-ভঙ্গিতে, লাস্যের লীলা, সুন্দর করে গেহ,
যৌবনে ক্ষোদি' 'ভাস্কর-কলা' বন্ধুর করে দেহ।
কারু-শৃঙ্খলা চারুকৌশল—মিলন-মেলার ভূমি,
নিখিল শিল্পে পরিকল্পিতা কল্প-কমলা তুমি।

বিরহতপের শেষ

সে দিন ফাল্গুনে যবে মদকল পিকরবে
অরণ্য জাগিল, ত্যজি রেণুঘন শ্বাস,
রসাল-মুকুল-মূলে মল্লিকা বকুল ফুলে
ছুটিল করীর কুম্ভে মদিরা উচ্ছ্বাস।
সেদিন এলে না বঁধু সুরভি করবীমধু
গড়ায়ে পড়িল ঝরি ধরণীর বুকে,
বনশ্রী-কপোল' পরে বসন্তের বিম্বাধারে
চুম্বন উঠিল ফুটি অশোকে কিংশুকে!
তোমারি আশায় আমি খেলিনু এ অঙ্গে আমি
হোলীরঙ্গ দিবাযামী লাবণ্যের ফাগে,
যতনে জ্বালিনু দীপ পরিনু রতনটীপ
অধর করিনু রাঙ্গা তাম্বূলের রাগে।
কুসুম-শয়ন পাতি' জাগিনু চাঁদিনী রাতি
রাখিনু মালিকা গাঁথি নিচোল আঁচলে,
পল্লবিনী বল্লীসমা ফুল্লপীনা মনোরমা,
তরু আলিঙ্গন মাগি লুটিনু ভূতলে।
যৌবনের ভরা কূলে মাধুরীতরঙ্গ দুলে,
তনু রোমাঞ্চিত কেলি-কদম্বের প্রায়,
সেদিন এলে না প্রিয়, দেহকান্তি কমনীয়
হ'য়ে নীল হলাহল দহিল আমায়।

অকস্মাৎ এলে যবে, ভস্ম করি মনোভবে
পুন ধ্যাননিমীলিত রুদ্রের নয়ান,
জীর্ণ পর্ণে মর্ম্মরিত বনহৃদি জর্জ্জরিত
ঝলসিয়া শুষ্ক শীর্ণ ধরার বয়ান।
শতগ্রন্থি বেশবাস, ধূসরিত কেশপাশ
উড়ে যেন গৃধিনীর রুক্ষ পক্ষজাল।
যেন ধূ ধূ বালুকায় নিদাঘতটিনী প্রায়
কোনরূপে রাখিয়াছি করোটি কঙ্কাল।
তোমার করুণা লাগি বিরহ-যামিনী জাগি'
অরুণ কোটরগত খঞ্জননয়ন।
আশাতৃষা রসাবেশ, ধূপায়িত, পাংশুশেষ,
অঙ্গার করেছে মর্ম্ম মুর্ম্মুর-দহন।
সহসা আসিলে বঁধু, নাহি স্থধা, নাহি মধু,
নাহি কোনো আয়োজন ভাষায় ভূষণে,
গৃহে নাহি দীপজ্বালা গাঁথা নাহি বনমালা
নাহি রসগন্ধডালা বরিব কেমনে ?

* * *

বিরহ-তপের শেষ, এস এস হৃদয়েশ,
এস নীলকণ্ঠ মোর, মন্মথমথন,
আজ ভস্ম সবি মম, দহনে উজ্জ্বলতম
শুধু হৃদে রাজে প্রেম-হেম-সিংহাসন।

ব্যর্থ-বিলাস

তব লাবণ্য-অচ্ছোদ-নীরে করেছি কেবল জল-খেলা,
লালসা-তাপিত এ তনু জুড়াতে কেটে গেছে মোর সারাবেলা।
সরোজ-সুরভি কলতরঙ্গে
এলায়ে দিয়াছি অলস অঙ্গে
হরষ রঙ্গে চল বিভঙ্গে নিখিল বিশ্বে করি হেলা।
তব লাবণ্য-সরোবরে আমি করেছি কেবল জল-খেলা।

সাধক-সংঘ ডেকেছে তূর্য্যে, শঙ্খে—মঠের পুরোহিত।
বিষাণ ডমরু বাদনে ডেকেছে জীবন-সমরে স্মরজিৎ।
কত অভিযান কত উৎসব
তুলিয়াছে দূরে কল কলরব,
ভাগ করে নেছে জয়-বৈভব মহামানবের মহামেলা,
তব লাবণ্য-সরোবরে আমি করেছি কেবল জল-খেলা।

যাত্রীরা সব পথে যেতে যেতে ডাকিয়াছে মোরে 'আয় আয়,'
শুনেও শুনিনি, প্রহর গুণিনি, বিভোর ছিলাম হায় হায়।
বাণীরে ভুলিয়া মরালের তাঁর
কণ্ঠ ধরিয়া দিয়েছি সাঁতার,
পদ্মারে ভুলে পদ্মে মজেছি আঁকড়ি ধরেছি ফুলভেলা।
তব লাবণ্য-সরোবরে আমি করেছি কেবল জল-খেলা।

প্রিয়ার কৈশোর

আজিকে বসন্তরাতে স্মরি তোমা, প্রিয়ার কৈশোর,
মম নবযৌবনের কুঞ্জবনে লীলাসহচর।

মনে পড়ে স্মিতরম্য কুণ্ঠানম্র তোমার মূরতি,
আরক্ত আনত মুখে হর্ষে ভয়ে ব্যাকুল মিনতি।
স্মরি সে বাহিরে বাম, লজ্জাভীরু, অন্তরে দক্ষিণ
তোমার মধুর ভঙ্গি, সন্ধ্যাম্লান নয়ন-নলিন।
পদনখে ক্ষিতিচিত্র, অঙ্গময় প্রণয়-অঙ্কুর,
মম দৃষ্টিমহোৎসব লীলায়িত গঠন বন্ধুর,
লীলাভরে সাজাইতে ফুলধনু নব নব ফুলে
সুরভি কুসুমাসব উচ্ছলিত অধরের কূলে।
তরুতলে স্বিন্নাঙ্গুলে ফুলমালা গাঁথিতে যখন,
পিছু হতে ধীরে আসি রুধিতাম তোমার নয়ন।

আমার কিশোর-বন্ধু দিয়াছিলে অপূর্ব্ব জীবন,
তব সাহচর্য্যে মম সত্য হলো স্বপ্নের ভুবন,
ইন্দ্রায়ুধময় হলো শির'পরে অনন্ত আকাশ
অফুরন্ত পরিমলে ভরে' গেল উন্মদ বাতাস।
মহোৎসবময়ী হলো নৃত্যগীতে দানসত্রে ধরা,
সব পেয় হলো সীধু সব ভক্ষ্য হলো মধুভরা।
'পঙ্কজে পঙ্কজে আহা ভরে' গেল যেথা যত জল
ভৃঙ্গে ভৃঙ্গে ভরে' গেল নিখিলের সকল কমল।

গুঞ্জন করেনি হেন মধুব্রত ছিল না তখন
মানস হরেনি হেন কলগুঞ্জ করিনি শ্রবণ।'

সুস্বপ্নে ভরিল সুপ্তি, মুক্তাফলে হৃদিশুক্তিতল,
অকাজে ভরিল দিন, বিভাবরী চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
ভরিল হেমন্তসন্ধ্যা রাস-রসে মাধুরী-উচ্ছ্বাসে,
সুখদ হইল শীত পরিরম্ভে উষ্ণ ঘন শ্বাসে।
বসন্ত ভরিল মোর ফাগে ফাগে হোলীর মিলনে
বরিষা ভরিয়া গেল নিশি নিশি ঝুলনে ঝুলনে।
কবিত্বে ভরিল চিত্ত, সব বাণী ভরিল সঙ্গীতে,
প্রকৃতি ভরিয়া গেল লীলায়িত প্রসন্ন ভঙ্গিতে।

আবার মাধবী নিশা কালচক্রে আসিয়াছ ফিরে।
বাজে না তোমার বাঁশী মম প্রেম-যমুনার তীরে।
পলাশে বিলাস নাই, রক্তাশোক আজি শোকারুণ,
কোকিল পাপিয়া-কণ্ঠে বাজিতেছে বেহাগ করুণ।
শুষ্ক আজি শুক-কণ্ঠ, নাহি রস রসাল-মুকুলে,
আকুঞ্চিত চঞ্চলশ্রী নাহি বন-লক্ষ্মীর দুকূলে।
আজি ব্যর্থ রজনীতে দীর্ঘশ্বাস তেয়াগি কেবল,
প্রিয়ার কৈশোর, তব মধু-স্মৃতি করিয়া সম্বল!

কল্যাণী

কথা তুমি কোন দিনই কহনিক অকারণ, দিয়াছ উত্তর
মিত-ভাষে, স্মিতহাসে, প্রণয় প্রলাপে যবে হয়েছি মুখর।
পরম বাগ্মিতা ভরে জটিল সমস্যা যবে করেছি ব্যাখ্যান,
দিয়াছ সংযত কণ্ঠে একটি কথায় তার মন্ত্র-সমাধান।
শুনিনি করিতে তোমা হাস্য পরিহাস কভু সখীজন সহ
কখনো কাহারো সাথে কোন ছল আছিলাতে করনি কলহ।
কাহারেও কোন দিন হইয়া মমতা হীন করনি ভৎর্সনা
নিন্দা শুনে হাসিয়াছ, পরনিন্দা কলঙ্কিত করেনি রসনা।
মুখ ফুটে কোন দিন আপনার সন্তানেরে করনি সোহাগ,
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে বুলায়েছ অঙ্গে তার স্নেহ অনুরাগ।
পীড়িত হয়েছি যবে করিয়াছি আর্ত্তনাদ হওনি অস্থির,
অনাময় পাণি তব বুলায়েছ তপ্ত অঙ্গে অঙ্কে রাখি শির।
নিজে যবে রোগশয্যা গ্রহণ করেছ সখি রয়েছ নির্ব্বাক,
চাওনিক পরিচর্য্যা করেছ অসহ ব্যথা ধীরে পরিপাক।
কতদিন লাগিয়াছে বুঝিতে তোমারে, স্মরি আজি লজ্জা হয়,
ভালবাস' কি না বাস' কতবার মুঢ় মনে জেগেছে সংশয়।
তোমার তরল দৃষ্টি তোমার সরল ভঙ্গি স্নিগ্ধ স্পর্শখানি
একে একে ঘুচায়েছে আমার অবুঝ মনে সর্ব্বদ্বিধা গ্লানি।
তব সেবা-শৃঙ্খলায় অসীম গভীর ধীর উদার সংযমে,
পরিচ্ছন্ন অবিলাসে ঘটাহীন বেশবাসে চিনিয়াছি ক্রমে।
ক্ষম সব পরমাদ চপলতা অপরাধ, হে মোর ইন্দ্রাণি,
ধন্য আমি তোমা সেবি কারুণ্য-গম্ভীরা দেবি হে সতি কল্যাণি।

কুণ্ঠিতা

তুমি জ্ঞানী গুণবান,
তব সখী হ'তে নাই যে শকতি, তাই কাঁদে মম প্রাণ।
পূজিতে জানি না তোমার গরিমা, বুঝিনে তোমার ভাষা,
বচন-দৈন্যে বুঝাতে পারি না হৃদয়ের ভালবাসা।
তোমার যা' প্রিয় আলোক-সাধনা, মোর তা' অন্ধকার,
মম অস্বচ্ছ হৃদয়ে ফুটে না প্রতিবিম্বটি তার।
কৃপায় নীরবে চেয়ে চেয়ে যবে অলকে বুলাও কর,
লজ্জাকাতর সঙ্কোচে মোর কুণ্ঠিত অন্তর।
আমি এ অবোধ নারী,—
তোমার চরণে লুটে-পড়া ছাড়া আর কি করিতে পারি?

তুমি যে কর্ম্মবীর,—
উন্নত-কায় উদার-হৃদয়, ভূধরের মত ধীর।
ক্ষুধিতে তুষেছ যোগায়ে অন্ন, তাপিতে ছত্র ছায়ে,
হে ত্যাগি! কতই লাঞ্ছনা তুমি সয়েছ আমার দায়ে।
হৃদয়-রুধিরে শ্রমজল করে' রাখিয়াছ সংসার,
ঝঞ্ঝা-ফেনিল তটিনী-বক্ষে অটল কর্ণধার!
বুদ্ধির দোষে জঞ্জালজাল যতই জড়ায়ে তুলি,
নিশিদিন জাগি হাসিমুখে তুমি একে-একে দাও খুলি'।
অমি এ অবলা নারী—
তব চরণের দাসী-হওয়া ছাড়া কি আর করিতে পারি?

তুমি যবে গাও গান,
আমি শুধু শুনি বুঝিনাক গুণি, রস-তাল-লয়-মান।
স্রোতোধারাসম কতদূর হ'তে শ্রোতা চলে' আসে ছুটে,
সখ্যোপহার অর্ঘ্যোপচার বহি অঞ্জলিপুটে ;
দেশ-বিদেশের কত অজ্ঞাত হৃদিগুলি লও জিনি,'
আমার মাথায় যে মাণিক জ্বলে আমিই তাহা না চিনি।
এত গৌরব সৌরভ-রাশি কোথা হ'তে নাহি বুঝি,
মৃগমদময়ী মৃগীর মতন মরি সারা বন খুঁজি'।
আমি এ অবোধ নারী
প্রেমের কোরক ভক্তিতে ফুটে কেমনে রুধিতে পারি ?

তুমি ভালবাস কত
পেলে এক কণা জুড়ায় বাসনা, ঢালো ঝরণার মত।
রোগের শয়নে অরুণ নয়নে জাগিয়াছ সারারাতি
পক্ষের পুটে আচ্ছাদি সবি নিয়েছ বক্ষ পাতি'।
অতিকরুণায় দিয়াছ লজ্জা, সজ্জা করি না তাই,
দেবি বলি ডাকো, দাসী-হওয়া ছাড়া মোর যে স্বস্তি নাই।
লোহার আঘাত সহিয়া অঙ্গে বুলালে কনক-কর,
প্রতিদান দিতে ক্ষণেকের তরে দিলে কই অবসর ?
আমি দীন হীনা নারী
কেশ দিয়ে তব পদধূলি মুছি, আর কি করিতে পারি ?

কুণ্ঠাহরণ

এ অধম রূপহীনে, হে সুন্দরি, করেছ সুন্দর,
অনলে অঙ্গার যেন চন্দ্রিকায় বন্ধুর ভূধর।
শোভিয়াছি পদ্মকোষে রেণুমাখা মধুপের প্রায়,
লজ্জারুণ গণ্ড'পরে কালো আঁখি যেমন মানায়।

হে কমলা, এ নির্ধনে করিয়াছ কুবেরের মত,
রেণু হয় স্বর্ণরেণু তব পদ চুমিয়া নিয়ত।
তপে তুষ্ট বাণী মোর, মম ধ্যান ধারণার ছবি,
মূর্ত্তিমতী এ মন্দিরে, এ মূর্খেরে করিয়াছ কবি।
গুঞ্জরি' উঠিল প্রাণ, কিংশুকেও অর্পিলে সৌরভ,
কল্পলতা! বরষিছ কুসুমিত কবিত্ব-বৈভব।
আজিকে জীবন যেন অনুপ্রাস-ঝঙ্কৃত মূর্চ্ছনা,
তোমারি মঞ্জীর-শিঞ্জে করে ছন্দ তোমারি অর্চ্চনা।

হে নির্ম্মলা পূতশীলা, এ পঙ্কিলে করেছ নির্ম্মল,
সংহত সংযত নত করি মোর যা' ছিল চপল।
শঙ্খস্বনে সন্ধ্যাদীপে তব শুভ কঙ্কণ-নিক্কণে,
পুণ্যের বোধন হলো শূন্য গৃহে কল্যাণের সনে।
সার্থকতা লভে দিব্য জ্যোতির্ম্ময় তোমার নয়ন,
প্রতি পদপাতে মোরে নেতারূপে করিয়া শাসন।

শ্রীক্ষেত্রমঙ্গল

এযে—মহামিলনের ক্ষেত্র,
শত শত দলে মিলন-কমলে ফুটে হেথা জ্ঞান-নেত্র।
অসীমার সনে সসীম মিশেছে, চেতন মিশেছে জড়ে,
নীলিমার সাথে দেউল মিলেছে, কেতন মেতেছে ঝড়ে।
সিন্ধু-আকাশে বসুধা-ত্রিদিবে দিগন্তে কোলাকুলি,
মিলন-স্বপন হেরিছে তপন লহরী-দোলায় দুলি'।
এ যে—মহামিলনের ক্ষেত্র
ফুটে অনন্তে অন্তর হেথা, ছুটে দিগন্তে নেত্র।

এযে—পরম প্রেমের স্বর্গ
নর সহ শিলারূপে করে লীলা হেথায় অমরবর্গ।
অযুত কণ্ঠে বিভুবন্দনা স্বরসঙ্গমে ছুটে,
মিলনানন্দ-মধু-মূর্চ্ছনা জড় জঙ্গমে উঠে।
লক্ষ কমল-কুট্মল জাগে প্রাঞ্জলি পাণিপুটে,
হৃদয়ের হ্রদে হেথায় নদীয়া-চাঁদের বিম্ব ফুটে।
হেথা—মঠে মঠে রচি স্বর্গ,
সন্ন্যাস সহ সংসার মিলি বিতরিছে অপবর্গ।

হেথা—নাহি লাজভয়বন্ধ,
বাজিছে পাবন জীবন-শঙ্খে ভুবনবিজয় ছন্দ।
বিরাট বিশাল দেউলের ভাল রাজে নীলিমার তলে,
উজলিয়া বেদী বিরাটপুরুষ মহামহিমায় জ্বলে।

উদাস উদার হেথা পারাবার ভাতিছে বিশ্বরূপ,
তাহার কেশরে চরণ রাখিয়া নাচিছে বিশ্বভূপ।
হেথা—নাহি ক্ষতি ক্ষয় দ্বন্দ্ব,
স্বত নত হয় হেথায় হৃদয় নাহি অবিনয়-গন্ধ।

হেথা—এস নর মোহমত্ত,
ক্ষণেকের তরে ত্যজ তমোরজঃ ভজ শোকাপহ সত্ত্ব।
জীবনের গ্লানি ধুয়ে অভিমানী ছেড়ে এস কোলাহল,
পিও হরিণাম-শতদল-মধু পরিণামে সম্বল।
নামাও স্বিন্ন সংসার-ভার, জাগ' ম্রিয়মাণ মন,
মেল বিলোচন ভজ' অশোচন পাপ-বিমোচন ধন।
এস—মম মন মদমত্ত,
ক্ষণেক এ ধামে মজ' বিভুনামে, ভজ' ভগবৎতত্ত্ব।

হেথা—হের তুমি কত তুচ্ছ,
হের চারিধার অসীম উদার বিরাট বিশাল উচ্চ।
সবি মায়া, এক মায়াধীশ ছাড়া ভবে নাহি কেহ আর,
ভেবে দেখো মন, ফুটুক নয়ন, লুটুক ও-দেহভার।
সব ভয় লাজ করি জয় আজ জয়নাদ কর' প্রেমে,
বিশ্বনাথের রথঘর্ঘরে ধুকধুকি যাক্ থেমে।
হের—তুমি কত হীন তুচ্ছ,
বৈশ্বানরের খাণ্ডব-দাহে তুমি শুধু তৃণ-গুচ্ছ।

মন্দিরে-না-সিন্ধুনীরে ?

মন্দিরে কি সিন্ধুনীরে কোথায় আছ, জগন্নাথ ?
পুরীধামে এসে তোমায় কোথায় করি প্রণিপাত ?
দেখলে ভেবে রয় না দ্বিধার ধুক্‌ধুকুনি বুকটিতে।
বন্ধমাঝে তেম্‌নি আছ—যেম্‌নি আছ মুক্তিতে।
হেরি হেথায় সকল ঠাঁয়েই কি তারকা, কি গ্রহে,
অনন্তনীল মহিমাতে, দেবালয়ের বিগ্রহে।
অসীম হতে সসীম পথে নিত্য তোমার যাতায়াত,
সিন্ধুতীরে—শ্রীমন্দিরে তোমায় নমি জগন্নাথ।

শিল্প-শোভায় তেম্নি আছ যেমন আছ নিসর্গে,
আছ তুমি সংসারেতেও যেমন বিরাগ-বিসর্গে।
রণোন্মাদে তেমনি আছ, যেমন আছ শান্তিতে,
রুদ্রে আছ, 'ভদ্রে' আছ, উত্তালতায়—ক্ষান্তিতে।
সৃষ্টি পালন লয়ের মাঝে সমান তোমার অধিষ্ঠান,
চক্রগদায় ধ্বংস করো, পদ্মশঙ্খে, পরিত্রাণ।
অন্ন দিয়ে পালন করো, বন্যা দিয়ে সমুৎখাত।
স্তব্ধ তুমি, ক্ষুব্ধ তুমি—তোমায় নমি জগন্নাথ।

শান্তসাকার, তুমি আবার অপ্রশান্ত নিরাকার,
বাঙ্‌মানসাতীত তবু 'যোগক্ষেমের' বইছ ভার।
মহোৎসবের উপচারে লুপ্ত তোমার পদদ্বয়,
প্রচণ্ড তাণ্ডবে আবার ঠেলছ পায়ে অর্ঘ্যচয়।

শ্রীমন্দিরে তোমার পাতা মধুপুরীর সিংহাসন,
উদ্বেল উদ্দণ্ডলীলায় সিন্ধু তোমার বৃন্দাবন।
মানব তোমার চামর ঢুলায়, দানব ভুলায় ঝঞ্ঝাবাত,
—দারুব্রহ্ম,—বারি-ব্রহ্ম,—তোমায় নমি জগন্নাথ।

আগ্রায়

কোথা আজি মহারাজ,
রাজ-সমারোহে নিতি উৎসব, মমতার মমতাজ?
তোমার রচিত কনকখচিত মীনার স্তম্ভচূড়া
করে উপহাস, তোমার বিলাস রাজগৌরব গুঁড়া।
কালের সে রথ থামে না কখনো, নিঠুর চক্রতলে
হুজুর মজুর আমীর ফকীর সবারে পিষিয়া চলে।
রাজার প্রাসাদ দীনের কুটীর সমান দাগাই পায়,
গম্বুজে ব্যথা করে 'গমগম', মাঠে মাঠে, 'হায় হায়।'
বাদ্‌শা তাহার বেগম হারায়, কৃষক কৃষাণী তার,
রাজা ও রায়তে একঘাটে আনে বুকফাটা হাহাকার।
গরীব কাঁদিলে গোরের মাটিই তিলে তিলে যায় টুটে,
বাদ্‌শা কাঁদিলে মণিমুক্তাতে তাজখানি গ'ড়ে উঠে।
প্রাণ কাঁদে পথে পথে,
বেদনা কিছুতে পড়েনাক ঢাকা ঘটাছটা-দৌলতে।

গিরিধির উস্রিতটে

উস্রিতটের বাড়ীগুলি পানে চেয়ে চেয়ে আজি হায়,
কল্পনা মোর মহাপথ দিয়া অনন্ত পানে ধায়।
শীর্ণ শিকের বাতায়নগুলি,—বসি হোথা সাঁঝে ভোরে
মহাযাত্রার স্বপ্ন দেখেছে কত জনই ঘুমঘোরে।
মৃত্যুজয়ের মন্ত্র জপিয়া বসিয়া বসিয়া তারা
অসীমের সনে রচিয়া গিয়াছে মনোময় যোগধারা।
তীর্থও বলা যায়,
মরণপথের পান্থশালা এ উস্রির কিনারায়।

রুগ্ন শয়ন বড় অসহন কিছুতে স্বস্তি নাই,
বৈকাল হ'তে জানালার পাশে আসন লয়েছে তাই।
জানালারি পাশে গাছে গাছে পাখী খেলিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে,
দিবসের রোদ এসেছে পড়িয়া শালবীথিকার ফাঁকে।
দিনের আত্মা অস্ত গিয়াছে দূর গিরিটির পাশে,
নিভিয়া এসেছে সকল আলোক তাহাদের নিশ্বাসে।
পাখীগুলি তুলি তান
ধূসর গোধূলিরূপী মরণের গেয়েছে বিজয়গান।

গোণা ক'টি দিন, তাদেরি একটি হইয়াছে যবে শেষ,
কি ভেবেছে তারা দিগন্তপানে চেয়ে চেয়ে অনিমেষ?
তাদের ধ্যেয়ানে কি ভাবে কে জানে জাগিয়াছে মহাপথ,
অজানা সে পথে কতদূর গেল তাহাদের মনোরথ?

ভেবে ভেবে তারা ও পারের কিছু পেয়েছে কি সন্ধান ?
তাদের মনের রক্তসন্ধ্যা পেয়েছিল নির্ব্বাণ ?
দেখেনিকি থেকে থেকে
উস্রির তটে তাদের চিতাই জ্বলিতেছে একে একে ?

সুদূরের পানে চেয়ে চেয়ে তারা হয়নি কি উন্মনা ?
বিধির হৃদয় সিক্ত করেনি তাদের অশ্রুকণা ?
কত প্রিয় মুখ জেগেছে মানসে কত আঁখিজলধারা,
কি ব'লে তাদের বিদায় দিয়েছে, বিদায় নিয়েছে তারা ?
ব'সে ব'সে তারা চিরবিদায়ের কি করিল আয়োজন ?
অশেষ পথের কি পাথেয় তারা করেছিল আহরণ ?
কোন' আশ্বাস হায়
কোন সান্ত্বনা পায়নি কি তারা অসীমের ভাবনায় !

হোথা ব'সে-ব'সে ফেলিল কি তারা সব বন্ধন খুলি ?
ফেলিল কি মুছে অশ্রুসলিলে জীবনের মলা ধূলি ?
ধরার মমতা গেল কি ভাসিয়া অসীম চিন্তাস্রোতে ?
চিরশান্তি কি হ'লো বরণীয় রোগ-যন্ত্রণা হ'তে ?
কি ব'লে বুঝায়ে মনটিকে রাতে ঘুমাতে পারিত তারা ?
শ্রীহরির পায় সঁপি আপনায় পাইল কি কোন সাড়া ?
আজি মনে জাগে সাধ
শুনিতে তাদের বিদায়-পথের হৃদয়ের সংবাদ।

জানালার শিক শীর্ণ হয়েছে তাদের হাতের ঘামে,
তাদের হেলানে দাগ ধ'রে আছে দেওয়ালের চুণকামে।
তাদের তপ্ত নিশ্বাস ফোঁসে আজও শালবনমাঝে,
শুষ্ক পাতায় তাদের মর্ম্ম-পীড়া মরমরে বাজে।
আজি তারা মোর পরমাত্মীয়, কালো ছায়া ছবিসম,
তাদেরি ভাবনা জাগে পর পর আজি অন্তরে মম।
আজিকে সবার শোক
জাগায় এ মনে জ্যোতিঃহারা শত আয়ত কাঙাল চোখ।

পালামৌ

ঐ যে গিরির গায় শোভিছে গিরি,
তমাল পিয়াল ছায় রয়েছে ঘিরি'
নীলাকাশে দিক্ শেষে ধূমাইয়া ঠিক মেশে।
দ্যুলোক-দেশের পথে সাজানো সিঁড়ি।

স্বপনপুরীটি বুঝি মায়ায় গড়া,
পালক ঢুলানো শত পরীতে ভরা
কাছে ভাবি যাও যত, আরো দূর, দূর কত?
নীল মরীচিকা যেন বুদ্ধিহরা।

যেখানে আঙুল দিয়ে বালুকা খুঁড়ে',
জলপান করে রাহী আঁজুল পূরে।
যে নদী শুকানো মরা, দেখিবে দু'কূলভরা
পার হয়ে কিছু পরে আসিতে ঘুরে।

পাষাণ চিরিয়া যেথা ফোয়ারা ঝরে,
কোলবালা সাঁজে যেথা সিনান করে।
কোমরে দু'হাত দিয়ে নারী ফেরে জল নিয়ে,
তিনটী গাগরী রাখি মাথার' পরে।

কালো পাথরের ছবি নিখুঁত হেন
কিশোরী চলেছে ছুটে যমুনা যেন।
কে বলিবে ঝোপে ঝাড়ে উজান বহাতে তারে
বাঁশরীটি বারে বারে বাজিছে কেন ?

আপনার বাহুবল, প্রাণের প্রভু,
তরুণী এ দুটী সার, ভূলে না কভু,
পতিরে বিঁধিতে এলে বুকে তীর ধ'রে ফেলে ;
প্রেম সে মাতাল বটে, অটল তবু।

বকুলের বালা পরে বালক-বালা,
গলে শোভে লালনীল স্ফটিকমালা।
পাখীর পালখ চুলে, পুঁতির নোলক দুলে,
মহুয়ার ছায়াতলে নাট্যশালা।

মহুয়ার মদে চোখ ঘোরাল ভারি,
জোরালো জোয়ান কোল ধনুকধারী,
ভালুকে ধরিয়া কাণে গুহা হতে টেনে আনে,
বালক ঝাঁপায়ে পড়ে পৃষ্ঠে তারি।

চকিত চটুল মৃগ আয়ত-আঁখি
ছুটেছে পিয়ালরেণু গায়েতে মাখি।
রঙীন-স্বপন-আঁকা শিখীরা ছড়ায় পাখা,
একসাথে ধরে তান হাজার পাখী।

মহুয়ার ফুলে সুরা চুঁয়ায়ে পড়ে,
মাদলে শিরীষ ফুল বাদল ঝরে।
দাঁড়ালে বকুল-মূলে পা' দু'খানি ডুবে ফুলে,
রূপ-অভিমানে নীপ শিহরি' মরে।

নদীতটে জ্যোছনার ফিনিক ফুটে,
মাণিক উজলে বনরাণীর মুঠে ;
এলায়ে চিকন চুল দু'কাণে রতন দুল,
জোনাকী-চুমকি-খচা আঁচল লুটে।

ঢেউএর উপরে ঢেউ শোভিছে গিরি,
যেথায় নাহিয়া দিঠি আসিছে ফিরি,
নাগবালাদের দেশে নিয়ে যায় দূতী এসে,
ঐ খানে আছে তার সুড়ঙ সিঁড়ি।

নিদাঘে মহানদীকূলে

বড় আশা ক'রে আজি আসিলাম চিরতৃষাতুর,
মহানদি, তব জলে তৃষ্ণাজ্বালা করিবারে দূর।
বড় সাধ ছিল এই তৃষাশুষ্ক আঁখিযুগ দিয়ে
অমল অমেয় তব বারিরাশি নিব সবি পিয়ে।
নদী মধ্যে রাজ্ঞীগণ্যা মহামান্যা তুমি মহানদী
ভেবেছিনু তপ্ত তৃষা যাবে চ'লে দেখা পাই যদি।
কিন্তু দেবি একি দেখি ধূধূ শুধু বালুকা-কঙ্কাল
তৃষ্ণাহরা কোথা শান্তি? কোথা রসভাণ্ডার বিশাল?
মূর্ত্তিমতী তৃষ্ণা তুমি শুষ্ককণ্ঠা আজি ভিখারিণী,
দাউ দাউ জলে জ্বালা—মৃগতৃষা অনলবাহিনী।
কোন সুধাসিন্ধু লাগি অগস্ত্যের তৃষা বহ হায়?
কোন্ মন্ত্র জপিতেছ, মহাশ্বেতা, অক্ষমালিকায়?

বড় আজ দিনু লাজ প্রার্থী হয়ে ওগো মনস্বিনি,
তপস্বিনী তুমি দেবি নিঃস্বা আজি, আগে তা' জানিনি।
অতিদানরিক্তা আজি ফিরাবে কি তুমি প্রার্থিজন?
মৃৎপাত্রে আতিথ্য বয়ে' আনিবে না রঘুর মতন?
তুমি অন্নপূর্ণা, শুনি আসিলাম তোমার সকাশ,
কিন্তু একি মূর্ত্তি তব? এ'ত তব নহে মা কৈলাস।
শ্মশানবাসিনী তুমি, অট্টহাস্য মুখে অবিরল,
নৃ-কঙ্কাল-ভস্মমুষ্টি ভিক্ষা দিতে তোমার সম্বল;

ধৰ্ম্মক্ষেত্র

হিমগিরি তব পূজা-মন্দির, সোপান-বেদিকা শৈলমালা,
দেবের পাদ্য নদীর কোশায়, কেদার-কানন, অর্ঘ্য-ডালা।
কুঞ্জ-কূজনে কল গুঞ্জনে পূজা শুরু গৃহে নিত্য নব,
মহাসিন্ধুর দুন্দুভি-নাদে জীমূতমন্দ্রে আরতি তব।
গৃহ-প্রাঙ্গণ ভরা আলিপনে, শুকানো প্রসাদী ফুলের স্তূপে,
তব ঘাট ভরা কুশাঙ্গুরীতে, তব বাট ভরা দগ্ধ ধূপে।
ধ্যানযোগজপে জ্ঞানযাগতপে প্রতি রেণু পূত তিলকামৃত,
তোমার মাটিতে হাঁটিতে সতত ভব-ভয়ে তনু কণ্টকিত।

গোধন তোমার করেছে পোষণ তাপস-জীবন, দেবের যাগ,
নৃপের ঋদ্ধি,—ধাত্রী বলিয়া লভেছে শ্রদ্ধা-সেবার ভাগ।
নীবার-দর্ভে তৃপ্ত শ্বাপদ যজ্ঞে প্রহরী হয়েছে বনে,
আশ্রমশিশু বিক্রমে দমি' যেথা কেশরীর দশন গণে।
বেণুকর-ধনে নাচিয়া নাচায় ফণিরাজ নিজ ফণার' পরে,
রচে দেবতার কৃত্তি-মেখলা, সিন্ধু-শয্যা,—ছত্র ধরে।
শাখামৃগ তব সতীর ভক্ত, রথীর রথের চূড়ায় রহে,
দেবীপাদপীঠ সিংহের শির, মকর গঙ্গাদেবীরে বহে।

দেবের ব্যজনে লোমশ পুচ্ছ দিয়াছে তোমায় চমর-বধূ,
তুচ্ছ জীবন করে সমুচ্চ মধুমক্ষিকা বিতরি মধু।
মৃগমদ-রস-গন্ধবিনোদে বন্দে দেবীরে গন্ধসার,
দ্বিরদ,—কুম্ভ, শুক্তি,—মর্ম্ম বিদারি' দিয়াছে মুক্তাহার।

শিলা, কুঙ্কুম-সিন্দূর, দিল কঙ্কালমালা-টঙ্কে ভেদি’,
কুশশমী নিজ হৃৎপঞ্জরে পিঙ্গল করে যজ্ঞবেদী।
হৃদয়-তন্তু দিয়া কীট তব বুনেছে দেবীর ক্ষৌমপট,
বক্ষোরুধির-লাক্ষাধারায় রাতুল করেছে চরণ-তট।

‘কৃষ্ণ-কৃষ্ণ রাম-রাম’ বিনা শুক-মুখে নাই অন্য বুলি,
ক্রৌঞ্চ আপন বক্ষোরুধিরে রামায়ণী ধারা দিয়াছে খুলি’।
তিত্তিরি তব তপোবনে বসি উপনিষদের তত্ত্ব কয়,
কৃতকপুত্র শিখি-করি-মৃগ করিল মাতৃ-মমতা জয়।
অটবী পেলেছে ঋষিগণে বট-অশোক-বিল্ব-কুঞ্জছায়,
হোমধূমে তার কষায় নয়ন অরুণ কুসুমপুঞ্জে ভায়।
ঋষির হবিতে সমিধ্ যোগায়ে তরুগণ তব যজ্ঞরত,
জটা-বল্কল অক্ষমালিকা ভৃঙ্গার ধরে ঋষিরই মত।

দারু তৃণ চারুশিলায় মিলিয়া দিল দেবতায় সুরভি রস,
দেউলে দহিয়া মরিয়া লভিল ধূপ-গুগ্গুলু অমর যশ।
বহে শুভাশিস দূর্ব্বার শীষ, মঙ্গলমৃৎ, মৃগ-রোচনা।
ধান্য তোমার অন্নদা মা’র অঞ্চলঝরা কনক-কণা।
বৈশাখী ঝারা জাহ্নবীধারা পুণ্যতরুর গাত্রে ঢালে,
তুলসী-কুঞ্জ সান্ত্বনা-বাণী গুঞ্জরে মহাযাত্রাকালে।

স্বরগের ঘাটে নিতি খেয়া দিতে ভীষ্মমাতারে করেছ ব্রতী।
স্নাত পাতকীর পাপ হরে রেবা সরযূ কাবেরী সরস্বতী।

সত্ত্বমধুর পুলকাঙ্কুর-সঞ্চার সম ভক্ত-দেহে,
শতেক তীর্থ, মঙ্গলপীঠ জাগিয়া উঠিল তোমার গেহে।
অম্বুধি কোটি কম্বুকণ্ঠে মঠমন্দিরে গাহিছে জয়,
যাগসম্ভব অম্বুদ তব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বন্দী রয়।
ব্রাহ্মী উষায় জাগি মৃদঙ্গে মঙ্গলারতি-শঙ্খতানে,
তব স্তুত চায় ভক্তসভায় রক্ত তরুণ অরুণ পানে।

স্নানপথ হতে সিক্ত বসনে ডেকে আনে গৃহী অনাথজনে
'ভোগে', দেবতার ক্ষুধা হরে বলি' রন্ধনে গৃহযজ্ঞ গণে।
পঞ্চযজ্ঞ সারি তব গৃহে অভ্যাগতেরে তুষিয়া নিতি,
তৃতীয় প্রহরে আমিষশূন্য হবিষ্যান্ন-গ্রহণ-রীতি।
সাধিয়া নিত্য সন্ধ্যাকৃত্য সুপ্তি তোমার ক্লান্তিহরা,
নৃপ পালঙ্কে স্বপ্নে নেহারে জটা-করঙ্ক-দণ্ড-ধরা।

নিশাতমঃ দূর আরতি আলোকে, ভোজ্য তোমার পূজার ভোগ,
দেউল-সোপানই শয্যা তোমার, তুলসীর মাটি বিনাশে রোগ।
হরিনাম-লেখা তিলকই ভূষণ, তীর্থের ধূলি অঙ্গরাগ,
গার্হপত্য মরণের চিতা, সেই অনলেই নিত্য যাগ।
পূজাফুলে দিন গণে বিরহিণী, হরি বলি ফেলে উষ্ণশ্বাস,
তনয়ার নাম 'শিবকিঙ্করী", তনয়ের নাম 'দুর্গাদাস'।
জননী তোমার অন্নপূর্ণা, জনক, শ্মশানে বিরাগী যোগী,
তব অপত্য ইহ-পরত্র-শুভ-মিলনের সুফলভোগী।

মঠ-মন্দির-প্রতিমাগঠনে পরিকল্পিত শিল্পকলা,
সঙ্গীত তব পূজারই অঙ্গ,—ভক্তি তরল নয়নে-গলা।
তব সাহিত্য সতীর সতের সত্যশূরের কীর্ত্তি গায়,
ধ্রুববাণী ছাড়া অন্য বারতা ইতিহাস নাহি বহিতে চায়।
গৃহীর ভক্তি সাধুর সাধনা মিলিয়া যোগীর জ্ঞানের সাথে,
শিলা-বিগ্রহে দারু-পুত্তলে জাগ্রত করে জগন্নাথে।
জননী জানিয়া গৃহে গৃহে গৃহী পূজে নির্ভয়ে রুদ্রাণীরে,
হেরি রুদ্রের দক্ষিণ মুখ ডরে না শিহরে, দাঁড়ায় ঘিরে।

কর্ম্মে তোমার শুধু অধিকার বিভুপদে-সঁপা কর্ম্মফল,
মরণ মিথ্যা, অমরাত্মার সে'ত নব বাস পরার ছল।
মোহ-মেঘে প্রেম রহিলে মগন নিখিল ভুবন বিস্মরিয়া,
অভিশাপ আসে উদ্যত জটা বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া।
পতির চিতায় শোয় তব নারী নিখিল-শিয়রে মা হ'য়ে জাগে,
ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মবাদিনী, শাশ্বত বিনা কিছু না মাগে।
এ-নর-জনম,—প্রোষিত জীবন, ভোগসুখ-পূতি-পিশিতক্লেদ,
গৃহদাহে দ্বিজ আর সব ফেলি খুঁজে ফিরে নিজ যজুর্ব্বেদ।

ধর্ম্মাচরণে পরিণয় তব, উজলিতে কুল চাও যে সুত।
বর্জ্জন তরে অর্জ্জন তব, স্নানমার্জ্জনা, হইতে পূত।
কর্ম্মবলের লাগি যৌবন অতিথিরই তরে গঠিত গেহ।
পুনর্জ্জন্ম জিনিতে জনম, আত্মারই লাগি দেহীর দেহ।

যোগের লাগিয়া স্বাস্থ্য স্বস্তি, তপের লাগিয়া কঠোর যোগ।
শুধু প্রবৃত্তি-পরিপাক তরে নিবৃত্তিমুখী অচির ভোগ।
তব ব্রতকৃশ ঋষি-শিষ্যের ক্ষীণ তর্জ্জনী-হেলন-ভরে,
রথীর কিরীট, উদ্ধত বাজি, উদ্যত অসি নমিয়া পড়ে।
নৃপতি তোমার প্রকৃতির পিতা, জনক শুধুই জন্মহেতু।
প্রাসাদ, অটবী এ-পার-ও-পার, মাঝখানে চির ত্যাগের সেতু।
আর্ত্তে তারিতে, সত্যে সেবিতে, ক্ষাত্রশক্তি অস্ত্র ধরে,
'শির' হতে 'সারে' বড় গণি প্রাণ সঁপে প্রাণাধিক ব্রতের তরে।
দীন ভিখারীর ক্ষুদের লাগিয়া বাঁধা ভগবান কুটীর-দ্বারে,
দৈন্য তোমার মধ্যমাণিক লক্ষ নিধির কণ্ঠহারে।

হরিনামামৃতে গীতাঞ্জলিতে আত্মার নিতি করাও স্নান,
কূলে কূলে ভরা প্রেমবন্যার কুলুকুলু তানে জুড়াও কাণ।
স্তন্যের সহ দিলে এ কণ্ঠে পাপতাপহর হরির নাম;
আশিস্ তোমার বরেরই সমান, সতত পূরায় মনস্কাম।
শিখালে ক্ষমিতে চির বৈরীরে, বীরবৈরীর নমিতে পায়,
কীর্ত্তন-পথ-ধূলি তুলি হাতে দিলে সস্নেহে মাথায় গায়।
অঞ্জলি দিলে কুসুমে ভরিয়া, প্রণিপাতে দিলে নোয়ায়ে শির,
বক্ষ ভরালে মোক্ষ-আশায়, চক্ষে ঝরালে ভক্তি-নীর।
তুমি যে মোদের ধর্ম্মক্ষেত্র, ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, তোমার জীবন-মরণ-শরণ-চরণ চুমি'।

১ম খণ্ড সমাপ্ত।